প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 10 April 2025, 9th Year, Issue 421, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল ২০২৫, ২৭ চৈত্র ১৪৩১, ১৩ শাওয়াল ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২১, পৃষ্ঠা ৪০

সংসার ভাঙার গুঞ্জন নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন মিশেল ওবামা পৃষ্ঠা ২৪

হলিউড হারাল আরেক নক্ষত্রকে, ভ্যাল কিলমারকে শ্রদ্ধা টম ক্রুজের পৃষ্ঠা ২৬

সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা

বিশ্বকে বদলানোর অভিনব ধারণা আছে বাংলাদেশের

ঢাকা ডেস্ক

ড. ইউনূস

বাংলাদেশকে ব্যবসার জন্য সেরা জায়গা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বলেছেন, 'বাংলাদেশে ব্যবসা নিয়ে আসুন। এর মাধ্যমে বিশ্বকে বদলে দিতে ভূমিকা রাখুন।'

গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে চার দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলন ২০২৫'–এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নির্বাচন নিয়ে আলোচনার ডাক পেল বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক

১৬ এপ্রিল বিএনপিকে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ দিন দুপুর ১২টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই সাক্ষাৎ হবে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দলীয় সূত্র বলছে, বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাতের জন্য সময় চাওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত উপদেষ্টা কার্যালয় থেকে কিছু

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর নীতি চলছেই

আইসিইর নতুন নীতি

আইসিইর সঙ্গে এফবিআই, ইউএস মার্শালস সার্ভিস এবং ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অভিবাসন গ্রেপ্তারে যুক্ত হয়েছে।

- নতুন নীতিতে প্রতিটি ফিল্ড অফিসকে আবারও দৈনিক ৭৫ জন গ্রেপ্তারের কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।
- ২ বছরের কম সময় ধরে থাকা ব্যক্তিদের দ্রুত ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন কার্যক্রম নতুন মাত্রা পেয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম-এর নেতৃত্বে। তাদের নির্দেশে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE)–এর কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। নতুন নীতিতে প্রতিটি ফিল্ড অফিসকে আবারও দৈনিক ৭৫ জন গ্রেপ্তারের কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

আইসিই-এর পাশাপাশি এখন এফবিআই, ইউএস মার্শালস সার্ভিস এবং ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (DEA) অভিবাসন গ্রেপ্তারে যুক্ত হয়েছে। যদিও সরাসরি ফেডারেল এজেন্টদের মাধ্যমে হওয়া "অ্যাট-লার্জ অ্যারেস্ট" ২০২৪ অর্থবছরে মোট গ্রেপ্তারের মাত্র ২৯ শতাংশ ছিল। বেশিরভাগ গ্রেপ্তারই স্থানীয় পুলিশ বিভাগের সহায়তায় হয়।

ক্রিমিনাল এলিয়েন প্রোগ্রামের আওতায় স্থানীয় কারাগার থেকে আইসিই হেফাজতে হস্তান্তর করা হচ্ছে। ২৮৭(জি) বিধির আওতায় স্থানীয় অভিবাসন আইন প্রয়োগে সীমিত ক্ষমতা দেওয়া আছে। ২ বছরের কম সময় ধরে থাকা ব্যক্তিদের দ্রুত ফেরত পাঠানো হচ্ছে। বিভিন্ন অপরাধ গ্যাং সদস্যদের " এলিয়েন এনিমি আইনের আওতায় বিচার ছাড়াই বহিষ্কারে বাধ্য করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এ ধরণের বহিষ্কার আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।

নথিপত্রহীন অভিবাসীদের আটক, আবাসন ব্যয় ও বহিষ্কার প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ প্রাইভেট প্রিজন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে আটক অভিবাসীদের আবাসনের ব্যবস্থা করছে। বিকল্প ব্যবস্থায় ব্যয় সামাল দেয়ার জন্য ইলেকট্রনিক মনিটরিং ও নিয়মিত চেক-ইন ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে ইমিগ্রেশন আদালতের অধীনে ৪ মিলিয়নের বেশি মামলা ঝুলে আছে। ২০২৪ সালে আদালত ৬,৬৬,১৭৭টি সিদ্ধান্ত দেয়, যার বেশিরভাগই ছিল বহিষ্কারের আদেশ। ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি আশ্রয় আবেদন আদালতে ও আরও ১ মিলিয়ন ইউএসসিআইএস-এর অধীনে রয়েছে।

নথিপত্রহীন অভিবাসী ব্যক্তি আদালতে হাজির হয়ে আইনি সহায়তা চাইতে পারেন। আমেরিকায় অবস্থান ১ বছরের কম থাকলে আশ্রয় আবেদন করা সম্ভব। এমন অবস্থান ১০ বছরের বেশি থাকলে পারিবারিক কষ্টের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সঙ্কটের দিকে ধাবিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র?

ট্রাম্পের শুল্ক নীতি

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেলের দাম ও ঋণের ব্যয়ের পতনকে তার নতুন শুল্ক নীতির সফলতার সংকেত হিসেবে তুলে ধরছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'এই পরিবর্তনগুলো আসলে অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস, যা বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদা কমাতে এবং নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে ঋণপত্রে (বন্ডে) অর্থের প্রবাহ বাড়াতে পারে।'

অর্থনৈতিক ধীরগতির সংকেত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পর বাজারে অস্থিরতা তৈরি হওয়ার ফলে তেলের দাম গত সপ্তাহে প্রায় ১৫ শতাংশ কমে গেছে। সেই সাথে, ১০ বছর মেয়াদী ট্রেজারি ঋণপত্রের (বন্ডের) সুদের হার (যা ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করে) ৪

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা শুরু করতে চায় ৫০টিরও বেশি দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গতকাল রোববার (৬ এপ্রিল) জানিয়েছেন, বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশ হোয়াইট হাউসের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা শুরু করতে চেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক নীতিকে ঘিরে বৈশ্বিক অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ সিদ্ধান্তের পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

রোববার এবিসি নিউজের 'দিস উইক' অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালক কেভিন হ্যাসেট অস্বীকার করেন যে, ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবে শেয়ার বাজারে ধস নামিয়ে ফেডারেল রিজার্ভকে সুদের হার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

চীন ছাড়া অন্য দেশগুলোর শুল্ক কেন স্থগিত করলেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল বুধবার চীন ছাড়া অন্য সব দেশের ওপর থেকে ব্যাপক শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেছেন। এই পদক্ষেপ মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগেও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ট্রাম্পের মতে, ৭৫ টিরও বেশি দেশ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধমূলক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নববর্ষ চলছে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি। এবারের বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হতে যাচ্ছে ভিন্ন আঙ্গিকে। নববর্ষ আয়োজনে চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রায় 'ফ্যাসিবাদের চিত্র' তৈরি করছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি : সংগৃহীত

CDPAP Transition
Community Outreach Partner
• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish
+1 347 571 1804

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমুহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

শুল্কনীতি সাময়িক স্থগিতে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানালেন ড. ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক

ড. ইউনূস

নতুন পাল্টা শুল্কনীতি ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের এক পোস্ট থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

পোস্টে লেখা হয়েছে, 'আমাদের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করায় আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনার বাণিজ্য এজেন্ডাকে সহযোগিতা করার জন্য আপনার প্রশাসনের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবো।'

এরআগে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, আগামী ৯০ দিনের জন্য নতুন শুল্কনীতি স্থগিত থাকবে। তবে চীন ছাড়া সকল দেশের জন্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তিনি চীনের ওপর ১২৫ শতাংশ হারে শুল্কআরোপ করেন। এবং জানান, এই শুল্ক এখন থেকে কার্যকর হবে।

প্যারালিগাল সার্টিফিকেট অর্জন করলেন সাংবাদিক মনজুরুল হক

উত্তর আমেরিকা অফিস

মনজুরুল হক

মার্কিন অভিবাসন আইন প্যারালিগাল বুটক্যাম্প প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করে প্যারালিগাল সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন সাংবাদিক মনজুরুল হক। আট সপ্তাহব্যাপী এই বুটক্যাম্প কোর্সে অংশগ্রহণ করে তিনি প্যারালিগাল সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন। মনজুরুল হক দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। এবার প্যারালিগাল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে তিনি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন, যা উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক বার্তা বহন করে। তাঁর এই অর্জন প্রবাসী কমিউনিটিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

প্যারালিগাল বুটক্যাম্প এমন একটি কোর্স যা মার্কিন অভিবাসন আইনের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন ভিসা আবেদন, গ্রিন কার্ড, নাগরিকত্ব, রাজনৈতিক আশ্রয় ও মধ্যস্থতা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা আইনি সহায়তার বিভিন্ন পর্যায়ে পেশাদারভাবে কাজ করার উপযোগী হয়ে উঠেন।

মনজুরুল হক পেশাগত জীবনে একজন সাংবাদিক। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক ও তারও পূর্বে চিফ রিপোর্টার এবং টানা দুই মেয়াদে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মনজুরুল হক প্রথম আলোর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রে সাপ্তাহিক আজকাল, ঠিকানা, টিবিএন টুয়েন্টিফোরসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকায় সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

সাংবদিক মনজুরুল হক বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়েও দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক পূর্বকোণসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকে কাজ করেন। মনজুরুল হক সাংবাদিকতার পাশাপাশি লিখালিখিতেও সমানে অবদান রেখেছেন। দিশা প্রকাশনী থেকে 'অপেক্ষা' ও 'রহস্যময় প্রেম' নামে তার দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

সাঈদ হত্যার তদন্ত দুই মাসে শেষ করার নির্দেশ

ঢাকা ডেস্ক

আবু সাঈদ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রংপুরে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ হত্যা মামলার চার আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গতকাল বুধবার বিচারপতি মো . গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময় দেওয়া হয়।

গতকাল কারাগারে পাঠানো চারজন হলেন পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আমীর হোসেন, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শরীফুল ইসলাম এবং তৎকালীন বেরোবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এমরান চৌধুরী আকাশ। ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল তাঁদের হাজির করা হয়।

পরে আদেশের বিষয়ে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, আবু সাঈদ হত্যা মামলায় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের হেলমেট বাহিনীও আছে। এই মামলায় ২৬ জনের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে। আরও যাচাই - বাছাই করা হচ্ছে। পরবর্তী ধার্য তারিখে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী।

প্রসিকিউটর আরো বলেন, রাজধানীর কল্যাণপুরে জঙ্গি নাটক সাজানোর ঘটনায় করা মামলায় পুলিশের সাবেক আইজি এ কে এম শহীদুল হক, ডিএমপির সাবেক কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া ও মিরপুর জোনের তৎকালীন এসি জসিম উদ্দিন মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবেদন করা হয়েছিল । ট্রাইব্যুনাল তাঁদের এক দিন করে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন ।

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

সম্পাদকীয়

সহযোগিতা, সংঘাত ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নয়; এটি ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতির এক জটিল জাল। এই সম্পর্কের প্রতিটি স্তর বিশ্লেষণে উঠে আসে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার দ্বৈততা, যা দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান শুধু সামরিক সহায়তায় সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া, আন্তর্জাতিক মহলে কূটনৈতিক লবিং, এবং মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া ছিল যুগান্তকারী। তবে, স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী সামরিক শাসনামলে সম্পর্কে খাঁজ দেখা দেয়।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা ও অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি (১৯৯৬) এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের সম্পর্কে নতুন গতি আনে। ২০১০ সাল থেকে বর্তমানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মোদি-হাসিনা যুগে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। ল্যান্ড বাউন্ডারি চুক্তি (২০১৫), সীমান্ত হত্যা বন্ধ, এবং COVID-19 ভ্যাকসিন সহায়তা (২০২১) উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও বৈষম্যের দ্বন্দ্বও ব্যাপক। ভারত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি বাজার (২০২২-২৩ সালে রপ্তানি ২ বিলিয়ন ডলার), অথচ ভারত থেকে বাংলাদেশের আমদানি $১৪ বিলিয়ন। এই বাণিজ্য বৈষম্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। ভারতের সীমান্তে বাংলাদেশি পণ্য (বস্ত্র, সিরামিক) আটকে রাখা, জটিল কাস্টম প্রক্রিয়া, এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় রেলওয়ে ভাড়া অসামঞ্জস্য (বাংলাদেশি ট্রেন ভারতে বেশি ভাড়া দেয়)।

যদিও রুপি-টাকা বিনিময় চুক্তি (২০২৩) বাণিজ্য সহজীকরণে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের ট্রানজিট সুবিধা (আগরতলা-আখাউড়া রেললাইন) অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করে (২০২৩)। অদূরভবিষ্যতে ত্রিপুরার পালাটানা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১,৫০০ মেগাওয়াট সংযোজনের পরিকল্পনা। ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৫ বছরের LNG সরবরাহ চুক্তি (২০২৩) জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে ৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। তবে, বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতে বাধার মুখে পড়তে হয়।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, উত্তর-পূর্ব ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী (ULFA, NSCN) নিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক প্রায়ই উঠানামা করছে। ২০২২ সালে দুই দেশের গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযানে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া হয়। ২০১৪-২০২০ সালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ১,২০০ জনের বেশি বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। ভারতের ৩,৩০০ কিমি সীমান্ত কাঁটা তাঁরের বেড়া নির্মাণ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। ভারতের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন না পাওয়ায় বাংলাদেশ হতাশ। মিয়ানমারের সাথে ভারতের স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক (ক্যালাডান মাল্টি-মোডাল প্রকল্প) রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ভারতের ভূমিকাকে জটিল করে তুলেছে।

তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি ইতিহাস দেখলে আমরা দেখতে পাই, ২০১১ সালের খসড়া চুক্তি অনুযায়ী, ভারত পাবে ৪২.৫%, বাংলাদেশ ৩৭.৫%, বাকি ২০% নদীর প্রবাহ সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরোধিতায় চুক্তি স্থবির। পরিণতিতে বাংলাদেশের রংপুর ও নীলফামারীতে ৬ লাখ হেক্টর কৃষিজমি পানির অভাবে ঝুঁকিতে থাকে সবসময়য়। গঙ্গা-যমুনা-বরাক নদী নিয়ে ৫৪টি চুক্তি ঝুলন্ত পড়ে আছে। ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব এখনও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা ও নদীভাঙনের কারণ। ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA, ২০১৯) বাংলাদেশি হিন্দুদের "অবৈধ অনুপ্রবেশকারী" হিসেবে চিহ্নিত করার আশঙ্কায় ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে।

ভূ-রাজনৈতিক খেলায় চীন-ভারত প্রভাবের টানাপোড়েনে পড়েছে বাংলাদেশ। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ অনুযায়ী বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ৪০ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে পদ্মা সেতু, পায়রা বন্দর এবং কর্ণফুলী টানেল উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে চীনের শক্তিশালী উপস্থিতি (সাবমেরিন ডকইয়ার্ড নির্মাণ) ভারতকে চাপে ফেলেছে।

ভারতীয় সিরিয়াল, সংগীত ও চলচ্চিত্র বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেললেও, সাম্প্রদায়িক হিংসা (২০২১ সালে বাংলাদেশে মূর্তি ভাঙচুর) সম্পর্কে ভারতীয় মিডিয়ার নেতিবাচক কভারেজ জনমতকে ক্ষুণ্ন করে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ১০,০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী ভারতে উচ্চশিক্ষা নেন। ভারতের হাসপাতালগুলোতে বাংলাদেশি রোগীদের সংখ্যা বছরে ৫ লাখের বেশি, যা ভারতের অর্থনীতিতে ১ বিলিয়ন ডলারের যোগান দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের মূল সাফল্য নির্ভর করে সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং Win-Win কৌশলের উপর। দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি, জলবায়ু স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এই সম্পর্কের উন্নয়ন অপরিহার্য। রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, প্রাজ্ঞ কূটনীতি ও জনগণের সম্পৃক্ততাই পারে এই সম্পর্ককে সহজ করে তুলতে।

'আমার নাম রহিম খান'

রাজদীপ সারদেশাই

[ভারতীয় মুসলমাদের সাম্প্রতিক দুরবস্থা নিয়ে নিজের ভিডিও ব্লগ স্ট্রেট ব্যাট-এ কথা বলেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাই। ব্লগের শিরোনাম–'নতুন' ভারতে একজন মুসলমান।]

সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাই

আজ আমি স্ট্রেট ব্যাটে মন্তব্য করছি, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আমি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করছি। ধরুন, যদি আমার নাম রাজদীপ সরদেশাই না হয়, তাহলে কী হতো? আমার সামনে আপাতদৃষ্টিতে যে মেরুকরণের ঘটনা ঘটছে, সে বিষয়ে আমি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতাম। আজকের ভিডিও ব্লগের বন্ধুরা, আপনারা আমার নাম রহিম খান দেখতে পাচ্ছেন। দয়া করে মনোযোগ সহকারে শুনুন।

প্রথমে তারা আমার মসজিদের বিরুদ্ধে এসেছিল। আমি কিছুই বলিনি। কারণ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিলেন যে, মসজিদ ভেঙে ফেলা একটি অপরাধ। কিন্তু যে জমিতে মসজিদটি একসময় দাঁড়িয়ে ছিল, তা একটি বিশাল মন্দির নির্মাণের জন্য দেওয়া হবে। যেহেতু মন্দিরের বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের সাথে জড়িত ছিল। এটি ছিল আইনের ওপরে বিশ্বাসকে স্থান দেওয়ার একটি ক্লাসিক উদাহরণ। কিন্তু আমি কিছুই বলিনি। কারণ, এটি ছিল সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত। আমিও চাইনি যে আমার শহরে আর কোনো দাঙ্গা হোক।

আমার নাম রহিম খান। তারা তখন আমার কাছে এসে আমার বিয়ের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বলে যে আমি যদি অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করি, তবে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, এটি জোর করে করা হয়নি। তারা এটাকে লাভ জিহাদ বলে অভিহিত করে। কিন্তু আমি আবারও চুপ করে থাকি, কারণ আমি কাউকে অপমান করতে চাইনি।

আমার নাম রহিম খান। তারপর তারা আমার খাদ্যাভ্যাসের জন্য আমার কাছে আসে। বছরের পর বছর ধরে আমি যে মাংসের দোকানগুলো চালাচ্ছি, হঠাৎ করেই তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বা বয়কটের ঝুঁকিতে পড়ে গেল। কিন্তু আমি কথা বলিনি, কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, কতজন লোক আমার পছন্দের খাবারের অধিকারকে সমর্থন করবে! তারপর তারা আমার পোশাকের জন্য এসেছিল। আমার নাম রহিম খান এবং আমার মেয়ে স্কুলে হিজাব পরতে পারে না। তারা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, হিজাব লৈঙ্গিক নিপীড়নের প্রতীক। আবারও আমি ঠিক কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাব, তা নিশ্চিত করতে পারছিলাম না। তাই আমি বেশির ভাগ সময় চুপ করে থাকতাম।

আমার নাম রহিম খান। তারা আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিল। আমার বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য (হেট স্পিচ) দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। সহিংসতা উসকে দেওয়ার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। জামিন নাকচ করা হয়েছিল। কিন্তু আবারও আমি চুপ করে রইলাম। কারণ, কেউ আমার কথা শুনবে না। যদিও আমি দাবি করতাম, যে আইন দিয়ে আমাকে ঘায়েল করা হয়েছে, তা আসলে খুব বেছে বেছেই করা হয়েছে।

আমার নাম রাহিম খান। আজ আমি আপনাদের বলতে চাই যে, আমাকে একবার সন্ত্রাসী বলা হয়েছিল। কারণ কেউ একজন হোয়াটসঅ্যাপে একটি ম্যাসেজে পড়েছিল যে, সব মুসলমান সন্ত্রাসী। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু কোনো আদালত আমার কথা শুনল না। কারণ, বিচারের আগেই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছিল।

আমার নাম রহিম খান। তারা আমার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এসেছিল। একে বলেছিল ভোট জিহাদ। আমি এই শব্দটি পছন্দ করিনি। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি কোনো কথাও বলতে পারিনি। কারণ আমি যদি কথা বলি, তাহলে আমার বিরুদ্ধে ভোট ব্যাংক রাজনীতির অভিযোগ আনা হবে বলে ভয় ছিল।

আমার নাম রহিম খান। আমি দেখেছি, তারা ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যটিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করছে। কিন্তু আমি আর একটি কথাও বলিনি। কারণ, আমি রাস্তায় প্রতিবাদ করার এবং জাতীয়তাবিরোধী বলে শনাক্ত হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইনি।

আমার নাম রহিম খান। আমার পদবি ও দাঁড়ির কারণে তারা আমাকে একটি দামি কলোনিতে বাসা ভাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু আমি চুপ করে বসে থাকি। কারণ যদি আমি কথা বলি, তাহলে হয়তো আর কখনো কোনো বাসা ভাড়া পাব না। তারপর একদিন তারা আমার বাড়িতেও বুলডোজার নিয়ে আসে। বুলডোজার দিয়ে ঘর ভেঙে ফেলার হুমকি দেয়। বলে যে, এটি বুলডোজারের ন্যায়বিচার। আমি জানতাম, এটা অবিচার। কিন্তু আমি একটি শব্দও বলিনি। কারণ আমার নাম, যেমনটি তোমাকে বলেছিলাম–রহিম খান।

আমার নাম রহিম খান। তারা এসে আমাকে গরু পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অথচ আমি কেবল মাংসের ব্যবসার পুরোনো পারিবারিক পেশাটাই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আবারও আমি একটি কথা বলিনি। কারণ, আমি জনতার হাতে গণপিটুনিতে মারা যেতে চাইনি।

আমার নাম রহিম খান। তারা আমার নামাজ পড়ার অধিকার নিয়ে কথা বলতে এসেছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, আমি ছাদে, আমার নিজের ছাদেও নামাজ পড়তে পারি না। আমার হিন্দু ভাইবোনেরা, যাদের আমি খুব ভালোবাসি, তারা রাস্তায় ১০ দিনের গণেশ উৎসব করতে পারে; কিন্তু আমি আমার ছাদে বা মসজিদের কাছের রাস্তায় আধ ঘণ্টা প্রার্থনা করার কথা বলতে সাহস পাইনি। আমি চুপ করে রইলাম। কারণ, প্রতিবাদ করার শক্তি আমার ছিল না।

ও-হ হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আমার নাম রহিম খান। করোনার সময় করোনা জিহাদের কথা বলে তারা আমাকে টার্গেট করেছিল। তখন দেশের রাজধানীতে একটি ছোট সভা হয়েছিল। তারা এটিকে করোনা জিহাদ বলেছিল। সেই আমার গায়ে 'করোনা ভাইরাসের বাহক' বলে ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার মতো আমার বন্ধুদেরও। ওরা সবজি বিক্রি করছিল, তাদের বয়কট করা হলো। কারণ, তারাও আমার মতো ভারতীয় মুসলমান ছিল।

কিন্তু আবারও আমি চুপ করে রইলাম। কারণ আমি এই ভেবে খুব ভয় পেয়েছিলাম যে, আমার নাম রহিম খান। তারপর তারা প্রতি রাতে, রাতের পর রাতে টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (প্রাইম আওয়ার) আমাকে টার্গেট করে। আমি সংবাদ উপস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত উচ্চস্বরে চলা বিভেদ সৃষ্টিকারী হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক শুনতে পেলাম। কিন্তু আমি আর একটি কথাও বলিনি। কারণ আমাকে বলা হয়েছিল যে, বিতর্কে যত বেশি গোলমাল হবে তাদের টিআরপি তত বেশি হবে। একটি নির্দিষ্ট টিভি বিতর্কে তারা বলেছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতা ও অপকর্মের জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি কোনো উত্তর দিইনি। কারণ আমি বারবার বলছি যে, আমার নাম রহিম খান।

এই সপ্তাহে তারা আমার পারিবারিক সম্পত্তির জন্যও এসেছে। তারা বলে যে আমার পরিবার, আসলে আমার দাদার আমলে দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যা আদপে এখন একটি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে, দান করা সেই সম্পত্তি কঠোর সরকারি তদন্তের আওতায় আসতে পারে। তারা এমনকি আমাকে ভূমিদস্যু বলা শুরু করেছে। তার চেয়ে আরও খারাপ শব্দ ব্যবহার করছে। কিন্তু আবারও আমি চুপ থাকব। কারণ আমি শেষ পর্যন্ত যা করতে চাই, তা হলো–একটি শক্তিশালী সরকার, তার আমলাতন্ত্র ও মন্ত্রীদের সাথে লড়াই করতে। আপনি জানেন, আমি এই ভিডিও ব্লগের মাধ্যমে যাদের কথা বলছি, তারা আসলে কারা। কিন্তু আমার এ লড়াইয়ে আমি একা। কারণ সত্যি কথা হলো, অন্য কেউ আমার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। আমি এটাও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি আর কারও শিকার হতে চাই না।

কিন্তু আমি তাদের পক্ষে কথা বলতে চাই, যারা প্রতিদিন তাদের ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হচ্ছে, যাদের প্রতি এমন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, যা সংবিধানের পরিপন্থী। আমি একজন গর্বিত ভারতীয় মুসলমান, একজন ভারতীয়–যাকে দুর্ভাগ্যবশত প্রতিদিন দেশপ্রেমের প্রমাণ দিতে বলা হচ্ছে। আমি এখন পর্যন্ত চুপ থাকাটাই বেছে নিয়েছি। কারণ আমার মনে হয়, আমার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আজ আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের কী হবে, বন্ধুরা? কারণ দয়া করে ভুলে যেও না, আজ আমি লক্ষ্যবস্তু হচ্ছি, কাল তোমরাও হতে পার। আমার বন্ধুরা, চুপ থাকা কেবল ধর্মান্ধতার মাধ্যমে ঘৃণার রাজনীতিকে স্বাভাবিক করে তুলবে। তারপরে তাকে সম্প্রদায়ভিত্তিক স্থায়ী মেরুকরণের দিকে পরিচালিত করবে। যা আদপে ভারত নামের এই বিস্ময়কর বহুধর্ম বিশ্বাসের দেশে তোমরা আসলেই চাও। ও ছিল রহিম খান, আমি রাজদীপ সারদেশাই–তাই মনে হয়, আমি হয়তো নিশানার মধ্যে নেই।

(ভারতীয় সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া কনটেন্ট থেকে অনুবাদ)

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্ভাব্য সরকার ও বিরোধী দলের সমীকরণ

শাহাবুদ্দিন শুভ

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, চলতি বছরের শেষ কিংবা ২০২৬ সালের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে বর্তমান বাস্তবতায়, আওয়ামী লীগ নির্বাচনের বাইরে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠনের দৌড়ে এগিয়ে থাকবে। নাকি এখানে নতুন কোনো দল বা জোট চমক দেখাবে, সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন!

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়- বিরোধী দল হিসেবে কারা থাকবে? জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), জামাতে ইসলামী, নাকি সম্ভাব্য কোনো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক জোট? এদের জোটে আবার ভিপি নুরুল হক নুরের গণঅধিকার পরিষদও (জিওপি) থাকতে পারে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এমন কোনো রাজনৈতিক জোট দৃশ্যমান হয়নি, তবুও আগামী দিনে এ ধরনের মেরুকরণ হতে পারে কি না, তা নিয়েই আজকের আলোচনা।

বিএনপি-জামায়াত জোটের উত্থান ও সরকার গঠন (১৯৯১-১৯৯৬):

১৯৯০ সালে স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করে এবং এককভাবে সরকার গঠন করে। সে সময় জামাতে ইসলামী মাত্র ১৮টি আসন পেলেও, পার্লামেন্টে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি পরাজিত হয় এবং আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার (২০০১-২০০৬) : ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বিএনপি বিরোধী দলে থাকাকালীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামাতে ইসলামীকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাশে পায়। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারা চারদলীয় জোট গঠন করে, যেখানে বিএনপি, জামাতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টি (নাজিউর) একত্রিত হয়। সেই নির্বাচনে বিএনপি ১৯৩টি আসন, জামাতে ইসলামী ১৭টি আসন এবং জোটের অন্যান্য দল ১০টি আসনসহ মোট ২৩০+ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন এবং জামাতে ইসলামী দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পায়- মতিউর রহমান নিজামী শিল্পমন্ত্রী ও আলী আহসান মুজাহিদ সমাজকল্যাণমন্ত্রী। তবে এই সরকারের সময় দুর্নীতি, রাজনৈতিক সহিংসতা, গ্রেনেড হামলা (২০০৪) ও জঙ্গিবাদ উত্থানসহ বিভিন্ন বিতর্ক তৈরি হয়।

২০০৬ সময়কাল ও রাজপথের আন্দোলন :

২০০৬ সালে বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষ হলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষ চরমে ওঠে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোট আন্দোলন শুরু করলে দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে এবং বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন অভিযান শুরু হয়। এই সময়ে খালেদা জিয়া ও জামাত নেতা মতিউর রহমান নিজামী গ্রেফতার হন।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে এবং বিএনপি-জামায়াত বিরোধী দলে চলে যায়। এরপর বিএনপি-জামায়াতের বিভিন্ন আন্দোলন কার্যত ব্যর্থ হয়।

২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন:

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে এবং তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্ত্রী পরিষদ ও সংসদ সদস্যদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। পরে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের সাধারণ মানুষ তখন রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা করতে থাকে। তবে সংস্কারের পক্ষে ও সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে পরিস্থিতি নতুন দিকে মোড় নেয়।

বিশেষ করে নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি গঠনের পর আলোচনা অন্য দিকে মোড় নিতে থাকে। অনেকেই দলটিকে 'কিংস পার্টি' হিসেবে দেখছেন। কারণ তাদের তিনজন উপদেষ্টা সরকারের সাথে যুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে একজন পদত্যাগ করে দলের প্রধান হয়েছেন। সরকারের ওপর তাদের প্রভাব থাকায় অনেকেরই ধারণা, হয়তো এনসিপি ক্ষমতায় আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কি তারা সেই পথে এগোতে পারবে? এ নিয়ে রয়েছে বিস্তর আলোচনা। কারণ, মাঠের রাজনীতি ও নির্বাচনী লড়াই এক নয়। অনেকেই মনে করেন, হয়তো হাতে গোনা কয়েকজন প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেন।

বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপির কৌশল:

জামাতে ইসলামী ও বিএনপির মধ্যে নির্বাচন নিয়ে বিপরীতমুখী আলোচনা হচ্ছে। বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব ভোট চায়, কারণ তাদের পূর্ববর্তী সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে এবং মাঠে লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থক রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও নেতারাও মনে করেন, বিএনপি সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে।

অন্যদিকে, জামাতে ইসলামী এবং নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি আগে সংস্কার, পরে নির্বাচন চায়। তাদের ধারণা, সংস্কারের ফলে তাদের ভোট বাড়তে পারে। তবে বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি আওয়ামী লীগের ৩০ শতাংশ, বিএনপির ৩০ শতাংশ এবং জামাতে ইসলামীর ৮-১০ শতাংশ ভোট থাকে, তাহলে এনসিপি বা ইসলামী জোটগুলো কি আওয়ামী লীগ-বিএনপির ভোট কাটতে পারবে? অন্যদিকে আওয়ামীলীগ নির্বাচনের বাহিরে থাকলে তাদের ভোটার হয়তো ভোট দিতে যাবেন না, আবার যারা যাবে তারা জামাতে ইসলামী বা এনসিপিকে ভোট দিবে বলেও মনে হয় না। নির্বাচনের সময় যত বিলম্বিত হবে, জামাতে ইসলামী তাদের ভোট খুব বেশী বাড়াতে পারবে বলেও মনে হয় না। সেক্ষেত্রে সরকার গঠনের তাদের স্বপ্ন অনেকটাই অবাস্তব মনে হতে পারে।

প্রয়োজনীয় সংস্কার: সরকার কার লাভ বা ক্ষতি হবে তা না দেখে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই সংস্কার করা দরকার। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক দলগুলোর সংবিধান পরিবর্তনের প্রবণতা বন্ধ করে এটিকে স্থিতিশীল করা জরুরি। যে প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার গঠিত হয়েছে, তাদের পক্ষে প্রকৃত পরিবর্তন আনা সম্ভব? তবে প্রশ্ন থেকে যায়- যারা ক্ষমতার কাছাকাছি রয়েছেন এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন, তারা যাতে অতিরিক্ত সুবিধা না পান বা ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন, তা নিশ্চিত করা দরকার।

লেখক : ফ্রান্স প্রবাসী সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট
ahmedshuvo@gmail.com

এত চাপ কি সামলাতে পারবেন ট্রাম্প

এম আর রহমান

খোদ নিজের দেশে এমন কঠিন সমস্যায় পড়বেন তা হয়তো স্বপ্নেও চিন্তা করেননি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত রোববার দেশটির ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সব কয়টি উত্তাল হয়ে ওঠে ট্রাম্প ও তাঁর প্রধান চ্যালা ইলন মাস্কবিরোধী বিক্ষোভে। ১ হাজার ৪০০-এর বেশি স্থান তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কেঁপে ওঠে। 'হ্যান্ডস অফ!' নামের এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে লাখ লাখ মানুষ। তারা সবাই ট্রাম্পের পদত্যাগ দাবি করেছে। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে শুরু করে নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেসসহ প্রধান শহরগুলোতে বড় বড় বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন শহরেও সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ হয়েছে। কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নিজ দেশে এ ধরনের বিক্ষোভ সম্ভবত এটাই প্রথম।

তবে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই ট্রাম্প যা শুরু করেছেন, তাতে এ ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনিবার্য ছিল। তিনি দেশে-বিদেশে যেসব নতুন বন্দোবস্ত চালু করার পরিকল্পনা আগেই ঘোষণা করেছিলেন, এখন ক্ষমতায় বসে তার বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। আর শুরুটা অনেকটা কালবৈশাখীর মতো হয়ে এসেছে সাধারণ মানুষের কাছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে সবার জীবন। ফলে প্রতিবাদটা অনিবার্য ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় বসার ৮০ দিনের মধ্যে এমন প্রতিবাদের মুখে পড়বেন তা বোধ হয় ট্রাম্প বা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ভাবতে পারেননি।

পারবেন কীভাবে? তাঁরা ক্ষমতার মধু খেতে বসেই অন্যের রুটি-রুজিতে হাত দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কাজ করা ব্যক্তিরা জানেন না আগামীকাল তাঁদের চাকরি থাকবে কি না। এত অনিশ্চয়তা জীবনে হঠাৎ ভর করলে কার মাথা ঠিক থাকে? শুধু কি তা-ই? ট্রাম্প ও তাঁর বড় চ্যালা মাস্ক সবাইকে অযোগ্য বিবেচনা করছেন। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দূরে থাকুক, বরং বিদ্বেষ কাজ করছে। লোকরঞ্জনবাদী ট্রাম্পের ভালো দিনের অপেক্ষায় একটু তো ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। কী আশ্চর্য! ভালো দিন আসা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে—এ বিশ্বাস মার্কিন জনগণ করে না। তাই একেবারে তারা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প প্রশাসন 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' (ডিওজিই) প্রতিষ্ঠা করে সে দেশের ধনকুবের ইলন মাস্ককে এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। এই সংস্থার অধীনে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ২ লাখ ৭৯ হাজার ৪৪৫ জনকে ফেডারেল চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৭২ শতাংশ বেশি।

এ ছাড়া অভিবাসী বিতাড়ন, স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার এবং সামাজিক সেবা বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসন যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে ক্ষুব্ধ জনগণ। সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভোক্তা সুরক্ষাসংক্রান্ত পরিষেবাগুলোতে ব্যাপক কাটছাঁট করেছে ট্রাম্পের প্রশাসন। এই পদক্ষেপগুলো সাধারণ মানুষের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর। ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট সংস্থার মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার ও নির্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম ৫০ দিনে ৩২ হাজারের বেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা অভিবাসীদের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন এসব পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করছে। বিক্ষোভ সমাবেশগুলোতে লাখ লাখ মানুষের মুখে ছিল একটাই কথা, 'আমেরিকার কোনো রাজা নেই। আমেরিকায় ফ্যাসিবাদ চলবে না।' এই কথাটা নির্বাচনের আগে যদি অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক বুঝতেন তাহলে ভালো হতো। তবে এটাও সত্যও যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস জিতলে বিশ্ব আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠত। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ ভূমিকা আরও আগ্রাসী রূপ নিতে পারত।

এখন 'হ্যান্ডস অফ' কর্মসূচিকে সরাসরি সমর্থন করেছেন কমলা হ্যারিসও। ট্রাম্প-প্রশাসনের নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রশংসা করেছেন তিনি। রোববার মাস্ককে কটাক্ষ করে কমলা নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আজ আমাদের দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন আমেরিকানরা। সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। বিক্ষোভকারী শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর এসব "অনির্বাচিত ধনকুবেরদের" কণ্ঠকে ছাপিয়ে যাক।'

ট্রাম্পের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গ বা রূপান্তরকামীদের স্বীকৃতি না দেওয়া এবং নতুন শুল্কনীতিও রয়েছে। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির সমর্থকদের একাংশ। সম্প্রতি ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতিকে ঘিরে দেশের বাইরেও ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। চীনের পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা আছে, নিয়েছে। বন্ধু ইউরোপ পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে। অন্যরা ট্রাম্পের করুণা প্রত্যাশী। কিন্তু যে যেভাবেই ভাবুক না কেন, এটা পরিষ্কার যে ট্রাম্পের আমেরিকার ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়। তিনি নিজের দেশকে সবার কাছে এ কয় দিনে অবিশ্বস্ত করে তুলতে পেরেছেন।

ট্রাম্প যে রকম গোঁয়ার, এসব বিক্ষোভ-প্রতিবাদে তাঁর প্রশাসনের নীতিতে তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন আসবে, তা মনে হয় না। কিন্তু গোয়ার্তুমি করে কি ট্রাম্প ক্ষমতায় টিকতে পারবেন? তা হয়তো পারবেন, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, একজন প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করতে হলে তাঁকে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত এবং সিনেটে দোষী সাব্যস্ত হতে হয়।

বর্তমানে রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ট্রাম্পের অপসারণের আশঙ্কা কম। তবে, যদি বিক্ষোভ ও জনমতের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে, তাহলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও হতে পারে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

INTERLINKED360

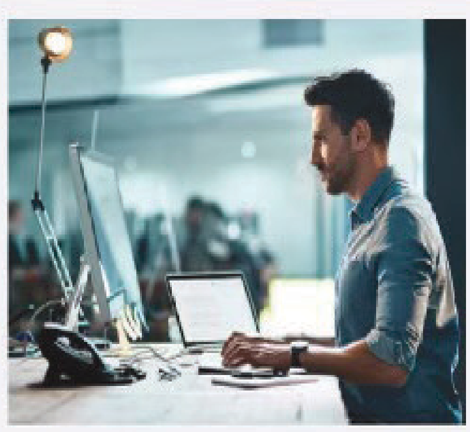

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই
আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
যোগাযোগ মাধ্যমঃ
516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

৪র্থ বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫

বৈধ রেমিট্যান্স, উন্নত বাংলাদেশ

Bangladesh Remittance Fair 2025

১৯-২০ এপ্রিল ২০২৫
(শনিবার এবং রবিবার)

বিকাল ৩টা - রাত ৮ টা

সানাই রেস্তোরাঁ ও পার্টি হল
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

মেলার আকর্ষণ

ENTRY FREE

- মেলায় থাকবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০টির অধিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- মানি ট্রান্সফার কোম্পানির অংশগ্রহণ
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ
- রেমিট্যান্স অফশোর ব্যাংকিং ও প্রবাসী ব্যবসা সংক্রান্ত সেমিনার আলোচনা এবং প্রশ্ন/উত্তর পর্ব
- সেরা ১০ বাংলাদেশি-আমেরিকান রেমিট্যান্স প্রেরককে পুরস্কার প্রদান
- বাংলাদেশের শীর্ষ ৩ রেমিট্যান্স রিসিভার ব্যাংককে পুরস্কার প্রদান
- শীর্ষ ৩ মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি/রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনারকে পুরস্কার প্রদান
- রেমিট্যান্স নেটওয়ার্কিং ডিনার ও প্রবাসী নেটওয়ার্কিং ডিনার

মেলায় অংশগ্রহণ করছে

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- মানি ট্রান্সফার অপারেটর
- রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনার
- মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস
- অফশোর ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী
- মানি ট্রান্সফার এবং রেমিট্যান্স অ্যাপ
- প্রবাসী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দ

কারা মেলা পরিদর্শন করবেন?

- রেমিট্যান্স প্রেরণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসী
- পেশাজীবী সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য
- প্রবাসী ফোরাম ও সমিতির সদস্য
- প্রবাসী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রমুখ

অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি

জনাব ড. আহসান এইচ মনসুর
মাননীয় গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বিশেষ অতিথি

জনাব ড. মো. হাবিবুর রহমান
ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

জনাব মো. হাফিজুর রহমান
প্রশাসক, এফবিসিসিআই

জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
চেয়ারম্যান, সোনালী ব্যাংক পিএলসি

জনাব আব্দুল হাই সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস

এছাড়া বাংলাদেশ এবং আমেরিকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ মেলায় উপস্থিত থাকবেন

স্টল বুকিং ও যোগাযোগ
+১(৩৪৭)৬৫৬-৫১০৬ | +১(৩৪৭)৮৬৪-২২১৮
info@bangladeshremittancefair.com

In association with: FBCCI

Media Partners: বণিকবার্তা, The Business Standard, ঠিকানা

Organized by: BUSCCI, USA-Bangladesh Business Links

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

প্রধান উপদেষ্টাকে দুদু

পদত্যাগ করে ছাত্রদের দলের দায়িত্ব নিন

ঢাকা ডেস্ক

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পদত্যাগ করে ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, 'ছাত্ররা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে, যার বিরোধিতা অনেকেই করেছে, কিন্তু আমরা করিনি। ড. ইউনূস সত্যবাদী, সাহসী ও বিবেকবান মানুষ। তার যেহেতু এতই বিবেক, তাহলে উনাকে বলতে চাই, পদত্যাগ করে দলের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। নির্বাচনে অংশ নিন। জনগণ ভোট দিলে বিএনপি আপনাকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাবে।'

জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে নাগরিক অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ কর্তৃক 'সংস্কার, জাতীয় নির্বাচন ও আগামীর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

নির্বাচন নিয়ে আলোচনার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানানো হয়নি। বুধবার সময় জানানো হয়।

এর আগে গত সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ মুহূর্তে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর রয়েছেন। ১৬ এপ্রিল তাঁর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

এদিকে বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। সেখানে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের জন্য সময় চেয়েছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর এ (নির্বাচন) বিষয়ে কথা বলব।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে আমরা প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানাব, যেন তিনি সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনের একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ তুলে ধরেন।'

এ প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, 'শুধু নির্বাচন ইস্যু সমাধানের জন্য নয়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি ফেরাতে একটি সুস্পষ্ট নির্বাচনী রোডম্যাপ এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা এর আগেও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং তারা আমাদের নিশ্চিত করেছে যে তারা জুনের মধ্যে নির্বাচনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারবে।'

সালাহউদ্দিন আহমেদ আরও জানান, এর আগেও প্রধান উপদেষ্টা তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন, তাঁর সরকার ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন দল ও পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের কারণে নির্বাচন নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে আমরা প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানাব।'

সরকারের মনোভাব কী, বুঝতে পারছে না বিএনপি

এদিকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সরকারের প্রকৃত মনোভাব যে কী, তা এখনো বুঝে উঠতে পারছে না বিএনপি। যতই দিন যাচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অস্পষ্টতা বাড়ছে বলে মনে করছে দলটি। এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে জানতেই বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

সঙ্কটের দিকে ধাবিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শতাংশের নিচে নেমে এসেছে, যা প্রায় ছয় মাসের মধ্যে প্রথম বার।

এ বিষয়ে মর্নিংস্টার ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রধান মাল্টি-অ্যাসেট স্ট্র্যাটেজিস্ট ডমিনিক পাপালার্ডো এবিসি নিউজকে বলেন, 'তেলের দাম ও ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার কমে যাওয়ার মূল কারণ হল ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ। এটি সঙ্কেত দেয় যে অর্থনৈতিক স্লোডাউন আসতে পারে।'

মন্দার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'তেলের দাম কমার পেছনে প্রধান কারণ হল আগামী দিনে অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা, যা তেলের চাহিদা কমাবে।'

এদিকে, স্টক মার্কেটের পতনও এই সংকটের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তেলের দাম কমলে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের জন্য কিছুটা স্বস্তি মিলবে, যেমন কমে যেতে পারে পেট্রোলের দাম।

গ্যাসবাডির পেট্রোলিয়াম বিশ্লেষক প্যাট্রিক ডি হান বলেন, 'তেলের দাম এখন অতীতের তুলনায় অনেক কম, বিশেষ করে ২০২১ সালের প্রথম দিকে যা ছিল।'

ট্রাম্পের দাবী এবং বাস্তবতা

এদিকে, ট্রাম্প তার শুল্ক নীতির প্রশংসা করে বলেছেন, 'তেলের দাম এবং ঋণের ব্যয় কমে যাওয়া আমাদের অর্থনীতির জন্য ভাল সংকেত।'

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, গ্যাসের গ্যালন দাম আড়াই ডলারে নেমে আসবে, যদিও বর্তমানে গ্যাসের গ্যালন দাম ৩ দশমিক ২৫ ডলার।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'তেলের দাম ও ঋণের ব্যয়ের কমে যাওয়া সাধারণত অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস হিসেবে দেখা হয়, যা ভবিষ্যতের জন্য আরও নেতিবাচক পরিস্থিতি নির্দেশ করতে পারে।'

অন্যদিকে, মন্দার আশঙ্কা ছাড়াও, তেলের দাম ও ট্রেজারি বন্ডের সুদের হারের পতন কিছু সময়ের জন্য ভোক্তাদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনতে পারে, কিন্তু এর প্রভাব সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে শুল্ক নীতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুল্ক নীতির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত মানের কারিগরি চাকরির সুযোগ তৈরির কথা বলেছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে, শুল্ক নীতি ও এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

শেষপর্যন্ত, যদিও ট্রাম্প প্রশাসন কিছু পরিমাণ শুল্ক কমানোর আলোচনা শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তেলের দাম এবং ট্রেজারি বন্ডের সুদের হারের পতন আসলে শিগগিরই বিপদের সংকেত হতে পারে।

চীন ছাড়া অন্য দেশগুলোর শুল্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা নেয়নি। এ কারণেই এই স্থগিতাদেশ। তিনি বলেছেন, এই ৯০ দিনের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশের একটি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসকৃত রিসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ বা পাল্টাপাল্টি শুল্ক কার্যকর থাকবে।

তবে চীনের ক্ষেত্রে ট্রাম্প শুল্ক অবিলম্বে বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশ করার ঘোষণা দিয়েছেন, যা আগে ঘোষিত ১০৪ শতাংশ থেকে বেশি। এই ঘোষণা দিয়ে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেন, 'বিশ্ববাজারের প্রতি চীনের অনাগ্রহের ভিত্তিতে, আমি দেশটির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক অবিলম্বে কার্যকরভাবে ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করছি। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে চীন বুঝতে পারবে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশগুলোকে আর ঠকানো টেকসই বা গ্রহণযোগ্য নয়।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও লিখেন, 'চীন একটি চুক্তি করতে চায়। তারা কেবল জানে না কীভাবে এটি করতে হয়... প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং একজন গর্বিত মানুষ। তারা জানে না কীভাবে এটি (চুক্তি) করতে হয়, তবে তারা এটি বের করে ফেলবে।'

> বিগত কয়েক দিন ধরে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির নেতারা ও ব্যবসায়িক নির্বাহীরা ট্রাম্পকে শুল্ক বন্ধের অনুরোধ করছিলেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, একটি ব্যাপক বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হতে পারে এবং এর ফলে বিশ্বব্যাপী বাজারে ধস নামতে পারে।

বিগত কয়েক দিন ধরে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির নেতারা ও ব্যবসায়িক নির্বাহীরা ট্রাম্পকে শুল্ক বন্ধের অনুরোধ করছিলেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, একটি ব্যাপক বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হতে পারে এবং এর ফলে বিশ্বব্যাপী বাজারে ধস নামতে পারে। ট্রাম্পের এই উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী মন্দার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছিল। তবে ট্রাম্প তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে বলেছিলেন, 'আমার নীতি কখনই পরিবর্তন হবে না।'

শুল্ক স্থগিতের ঘোষণার আগে, বুধবারই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ট্রাম্পকে শুল্ক প্রত্যাহার করার জন্য রাজি করানোর প্রচেষ্টা সফল হবে না, কারণ সেগুলো আগেই কার্যকর হয়ে গিয়েছিল। তবে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্ড মার্কেটের অগ্রগতি নিয়ে ট্রেজারি বিভাগের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগই একমাত্র কারণ ছিল যা ট্রাম্পকে তার পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থায় বিরতি দিতে বাধ্য করেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি তথা অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ট্রাম্পের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। শুল্ক স্থগিতের ঘোষণার পর ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইঙ্গিত দিয়েছিল, সিদ্ধান্তটি পরিকল্পিত কৌশল নয় বরং একটি আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত ছিল।

ট্রাম্প বলেন, 'বন্ড মার্কেট খুবই কঠিন, আমি এটি দেখছিলাম। বন্ড মার্কেট এখন সুন্দর। তবে হ্যাঁ, আমি গত রাতে দেখেছি যে, লোকজন অস্বস্তি বোধ করছে। আমাদের আইনজীবীদের কাছে যাওয়ার সুযোগ ছিল না, অথবা এটি কেবল লেখা হয়েছিল। আমরা এটি আমাদের অন্তর থেকে লিখেছি, তাই না? এটি অন্তর থেকে লেখা হয়েছিল, এবং আমি মনে করি এটি ভালোও লেখা হয়েছে, তবে এটি অন্তর থেকে লেখা হয়েছিল।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম লোকজন একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করছে...তারা একটু উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, জানেন তো, তারা একটু একটু ভয় পাচ্ছিল। আপনাকে নমনীয় হতে হবে।'

এদিকে, ট্রাম্পের আকস্মিক পদক্ষেপের ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ারের দাম দ্রুত বেড়ে যায়। ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাউ অ্যান্ড জোনস সূচক প্রায় ৮ শতাংশ বেড়ে প্রায় ২৫০০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, প্রযুক্তি শেয়ারবাজর নাসডাক ১২ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে গত ২৪ বছরের মধ্যে সেরা দিনের ফল করেছে এবং এসঅ্যান্ডপি-৫০০ ছয় শতাংশ বেড়ে ৫২৮১ দশমিক ৪৪ পয়েন্টে পৌঁছেছে। তেলের দাম ৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং ডলারও শক্তিশালী হয়েছে।

বিশ্বকে বদলানোর অভিনব ধারণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্মেলন আয়োজন করেছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যার বিশ্বকে বদলে দেওয়ার অভিনব সব ধারণা রয়েছে। এসব ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তাই আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই, যেন আপনারা শুধু বাংলাদেশকে নয়, পুরো বিশ্বকেই বদলে দেওয়ার যাত্রায় যুক্ত হন।'

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আপনি যদি কোনো লক্ষ্য নিয়ে ব্যবসা করতে চান, তাহলে বাংলাদেশই আপনার সেই জায়গা।' তিনি বলেন, বাংলাদেশ কাজ করে দেখায়। আর একবার কেউ শুরু করলে অন্যরাও তার অনুসরণ করে।

কীভাবে মানুষ ব্যবসার মাধ্যমে সুখী হয়, তা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, টাকা উপার্জন করে মানুষ নিঃসন্দেহে আনন্দ বা সুখ পায়। কিন্তু অন্যকে সুখী করার মধ্যে অতিরিক্ত আনন্দ বা সুখ নিহিত রয়েছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে ব্যবসায়ীদের যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান অধ্যাপক ইউনূস। তিনি বলেন, 'যদি আপনি বাংলাদেশে ব্যবসা করেন, তাহলে আপনি সুখ এবং অতিরিক্ত আনন্দ দুটিই পাবেন। কোনো খরচ ছাড়াই এই অতিরিক্ত আনন্দ আপনি লাভ করতে পারেন এবং এটি করে আপনি গর্বিত হবেন।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তিনি শুধু বাংলাদেশকে নয়; বরং পুরো অঞ্চলকেই বিপুল সম্পদের অধিকারী দেখেন। তিনি সম্মিলিতভাবে অর্থ উপার্জন ও মানুষের জীবন পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আপনাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এই অতিরিক্ত সুখ বা আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, যদি মানুষের মধ্যে প্রভাব ছড়িয়ে দিতে পারে।'

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বিশ্বকে বদলে দেওয়ার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর মাধ্যমে নতুন সভ্যতা গঠনের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

এ সময় অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আমি বলছি, আমরা "তিন শূন্য"র একটি পৃথিবী গড়তে পারি। এটা সরকার দিয়ে নয়, ব্যবসার মাধ্যমে করা সম্ভব। কারণ, এটা সরকারের কাজ নয়; বরং এটি ব্যক্তি, মানুষের কাজ।' তিনি বলেন, 'আমরা মানুষ। আমরাই বিশ্বকে বদলে দিতে পারি।'

ব্যবসা-বাণিজ্য মানুষের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দিয়েছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, নতুন সভ্যতা হবে এমন একটি সভ্যতা যেখানে কার্বন নিঃসরণ থাকবে না। তিনি বলেন, 'আমরা তা করতে পারি। এটি হওয়া উচিত ব্যবসায়িক উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে।'

কার্বন নিঃসরণকে আত্মবিধ্বংসী ব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে সম্পদ কেন্দ্রীকরণ না করার আহ্বান জানান অধ্যাপক ইউনূস। তিনি বলেন, অর্থ উপার্জন আনন্দের হলেও, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। এটি পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলবে।

প্রধান উপদেষ্টা শূন্য বেকারত্বের ধারণার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী চিন্তার মাধ্যমে বিশ্বকে বদলে দিতে সক্ষম।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের নিদারুণ কষ্টের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ওই সময় প্রায় ১৫ লাখ মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যান। তিনি বলেন, '১৯৭৪ সাল থেকে এই স্বল্প সময়ের যাত্রায় আমরা এক অভূতপূর্ব অবস্থানে চলে এসেছি।' বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা আমাদের এই অগ্রযাত্রায় শামিল হোন।'

সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনূস ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের কথাও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরেন।

অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে বহিষ্কার ঠেকানো যায়। যদিও এ ধরনের অভিবাসন মামলায় জয়লাভ করা কঠিন বলেই মনে করছেন অভিবাসন আইনজীবীরা। অনেকে নথিপত্রহীন অভিবাসী ভয়ে আদালতে না গিয়ে মামলার তারিখে অনুপস্থিত থাকেন, ফলে তাদের বহিষ্কারের আদেশ হয়ে যায়।

অভিবাসন নিয়ে চলমান সময়ে সাল্ভাদরের নাগরিক কিলমার গার্সিয়ার মামলাটি গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে।

এল সালভাদরের নাগরিক কিলমার গার্সিয়া যুক্তি দেন যে দেশে ফেরত গেলে গ্যাং দ্বারা নির্যাতিত হবেন। ভুলবশত তাকে ফেরত পাঠানো হলে আদালত তাকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।

নথিপত্রহীন অভিবাসনে বিতাড়নে নিয়োজিত আইসিআই এর বার্ষিক বাজেট ৮ বিলিয়ন, কাস্টম এবং বর্ডার প্যাট্রল বিভাগের বাজেট ২০ বিলিয়ন এবং ইউএসসিআইএস'এর বাজেট ৮৬৫ মিলিয়ন ডলার। একজন নথিপত্রহীন অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে খরচ নির্ভর করে আটকের অবস্থান, সময় ও আইনি লড়াইয়ের দৈর্ঘ্যের উপর। বর্তমানে ১.৪ মিলিয়ন মানুষের বিরুদ্ধে বহিষ্কারের আদেশ ঝুলে আছে। তবে অনেক দেশের অনিচ্ছার কারণে এর বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

অভিবাসন ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে কংগ্রেসের ভূমিকা অপরিহার্য হলেও, বিগত কয়েক দশকে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার আইন পাস হয়নি। ২০২৪ সালে একটি দ্বিদলীয় চুক্তি হঠাৎ ভেঙে যায়, একপক্ষের চাপের কারণে।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অভিবাসন নীতি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কঠোর এবং সক্রিয়। তবে আইনগত প্রক্রিয়া জটিল, দীর্ঘমেয়াদী এবং বহুলাংশে অনিশ্চিত। মানবিক ও নীতিগতভাবে এই অবস্থার সংস্কারে কংগ্রেসের কার্যকর পদক্ষেপ এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমাতে চাপ দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর কোনো 'রাজনৈতিক চাপ' প্রয়োগ করা হবে না।'

তবে শুক্রবার (৪ এপ্রিল) ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, তার শুল্কনীতি ইচ্ছাকৃতভাবে শেয়ার বাজারে আঘাত হানতে তৈরি, যেন ফেড সুদের হার কমাতে বাধ্য হয়।

এদিকে এনবিসি নিউজের 'মিট দ্য প্রেস'-এ আলাদা এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট শেয়ার বাজারে পতনকে গুরুত্বহীন বলে মন্তব্য করেন এবং শুল্কের কারণে মন্দা আসার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানান।

আগের সপ্তাহে, বুধবার (২ এপ্রিল) ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া পণ্যে ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এতে চীন পাল্টা শুল্ক আরোপ করে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধ ও মন্দার আশঙ্কা জোরদার হয়।

রোববার সকালে টক শোগুলিতে ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা এই শুল্ক নীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামোতে নতুনভাবে অবস্থান নেওয়ার কৌশল হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে, 'এতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে তা সাময়িক।'

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির ঘোষণার দুই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেট প্রায় ১০ শতাংশ কমে গেছে। বিশ্লেষক ও বড় বিনিয়োগকারীরা এই পতনের জন্য ট্রাম্পের আগ্রাসী শুল্ক নীতিকে দায়ী করছেন। তাদের মতে, এটি মূল্যস্ফীতি বাড়াতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

এই 'শুল্ক-ঝড়ে' বিপর্যস্ত বাজার আগামী সপ্তাহেও একই ধরনের অস্থিরতার সম্মুখীন হতে পারে। কারণ, এই সপ্তাহটি ছিল কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে মার্কিন স্টক মার্কেটের জন্য সবচেয়ে খারাপ।

হ্যাসেট এবিসি নিউজকে বলেন, 'ট্রাম্পের শুল্ক নীতির ফলে এখন পর্যন্ত '৫০টিরও বেশি' দেশ হোয়াইট হাউসের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা শুরু করার আগ্রহ দেখিয়েছে।

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে রোববার ঘোষণা দেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শূন্য শুল্কের ভিত্তিতে আলোচনা করতে আগ্রহী এবং পাল্টা শুল্ক আরোপ না করে সব ধরনের বাণিজ্য বাধা তুলে দিতে প্রস্তুত। তাইওয়ানের কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিনিয়োগ বাড়াবে বলেও জানান তিনি।

অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের থেকে ভিন্নভাবে হ্যাসেট বলেন, 'ভোক্তারা বড় কোনো মূল্যবৃদ্ধির মুখে পড়বেন না, কারণ রপ্তানিকারকেরা তাদের দাম কমাতে বাধ্য হবেন।'

অর্থমন্ত্রী বেসেন্ট বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজার প্রত্যাশার চেয়ে ভালো থাকায় শুল্কের কারণে মন্দা আসবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'আমরা শুক্রবারের চাকরির রিপোর্টে দেখেছি, যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভালো এসেছে, এতে বোঝা যায় যে আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে, তাই আমি মন্দা মূল্যায়নের কোনো প্রয়োজন দেখি না।' বলেন বেসেন্ট।

সৌদি আরবে, যেখানে রোববার বাজার খোলা ছিল, সেদিন দেশটির শেয়ারবাজার ৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ পড়ে যায়- যা কোভিড-১৯ মহামারির পর সবচেয়ে বড় দৈনিক পতন বলে রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানায়।

প্রাক্তন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালক ওবামা প্রশাসনের ল্যারি সামারস বলেন, 'যেভাবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাজারে ধস নেমেছে, তাতে আরও অস্থিরতা আসার খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।'

তিনি এক্সে (সাবেক টুইটার) লেখেন, 'শুল্ক ঘোষণার পর এমন পতন নির্দেশ করে যে সামনে ঝুঁকি রয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের সাবধান হওয়া উচিত।'

ট্রাম্পের শুল্কনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা পিটার নাভারো বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'আপনি তখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যখন আপনি শেয়ার বিক্রি

BANGLADESH DAY PARADE
2025
SUN, APRIL 13TH, 9 AM TO 2 PM
PLACE: 37 AVE BETWEEN 69TH ST & 87TH ST JACKSON HEIGHTS
ORGANIZED BY: BANGLADESH SOCIETY, INC
IN ASSOCIATION WITH: HUMANITY EMPOWERMENT RIGHTS FOUNDATION
Title Sponsor
river
News Print Partner
ঠিকানা
Media Partner
Rtv
আজ এবং আগামীর
BAYANNO.TV

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বলেছেন মির্জা আব্বাস

জিয়া বেঁচে থাকলে ইসরায়েল সহিংসতা চালানোর সাহস পেত না

ঢাকা ডেস্ক

মির্জা আব্বাস

ফিলিস্তিনের গাজা ও রাফায় ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় প্রতিবাদ ও সংহতি র‍্যালি করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি কাকরাইল, মালিবাগ, মৌচাক, মগবাজারসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ঢাকা মহানগর (উত্তর ও দক্ষিণ) বিএনপি আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঢল নামে।

নয়াপল্টনে র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, ফিলিস্তিনে যে নারকীয় অত্যাচার-হত্যা হচ্ছে, তা দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে শুধু তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। আসলে বিষয়টি তা নয়। একসময় তারা ধীরে ধীরে বিশ্বের সব মুসলমানকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করবে।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকলে ইসরায়েল এমন সহিংসতা চালানোর সাহস পেত না বলেও এ সময় মন্তব্য করেন আব্বাস। তিনি বলেন, 'ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় যেমন জিয়াউর রহমান ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে আজ ফিলিস্তিনের পক্ষে কার্যকর উদ্যোগ নিতেন এবং ইসরায়েল এমন সহিংসতা চালানোর সাহস পেত না।'

মির্জা আব্বাস বলেন, মুসলিম বিশ্বের যেসব মোড়ল দেশ নিজেদের রাজত্ব বাঁচানোর জন্য নিজেরা নেতৃত্ব দিচ্ছে না, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে। তারা নেতৃত্ব দিলে এবং মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করলে ফিলিস্তিনের এই অবস্থা হতো না। তিনি বলেন, 'একজন ছাত্র ভাই বলেছে, যদি বর্ডার না থাকত তাহলে আমরা ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করার জন্য নেমে পড়তাম। আমি তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, যদি আজকে সুযোগ হতো, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আল্লাহ রহমতে বিশ্বের যেকোনো দেশে গিয়ে যুদ্ধ করতাম।'

ধূমকেতু ফাউন্ডেশনের পথচলা শুরু

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়ী তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস ও বাংলাদেশি-সুইডিশ খন্দকার মাসুদুর রহমান চুন্নুর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকার ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'ধূমকেতু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'। প্রতিষ্ঠানটি যাত্রার শুরুতেই বেশ কিছু সেবামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। যা ইতিমধ্যেই ঢাকার দোহার-নবাবগঞ্জ এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

রমজানে প্রতি কেজি ৫০০ টাকায় গরুর মাংস বিক্রি: পবিত্র রমজানে গত ২১ মার্চ দোহার থানার আউলিয়াবাদ গ্রামে ধূমকেতু ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ের সামনে ২টি দেশি গরু জবাই করা হয়। পরবর্তীতে গরুর মাংস ধূমকেতুর ৪০০ সদস্যের পরিবারকে মাত্র ৫০০ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় মানুষের ঢল নামে। অসংখ্য মানুষ এসে ধূমকেতু ফাউন্ডেশনের সদস্য পদ গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ধূমকেতু কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র কুসুমহাটি ইউনিয়নভূক্ত ৯ নং ওয়ার্ডের মধ্য থেকে সদস্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ধূমকেতু ফাউন্ডেশন কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন: গরু জবাইয়ের পরদিন ২২ মার্চ আউলিয়াবাদ গ্রামে ধূমকেতু সোসাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশে প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক ফিতা কেটে ধূমকেতু কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাশেম বেপারী, দেওয়ান আব্দল হাই, বনি আমিন, খন্দকার তারিকুল ইসলাম, এডভোকেট মিজানুর রহমান টিটু, বাদশাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ধূমকেতু সদস্যদের জন্য ঈদের উপহার: ঈদের তিন দিন আগে ২৯ মার্চ ধূমকেতু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ধূমকেতুর ৫০০ সদস্যদের মাঝে ২০% ছাড়ে মাত্র ৫০০ টাকার প্যাকেজে গ্রোসারী পণ্য সরবরাহ করা হয়। সকলের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে প্রায় ৮০০ টাকা মূল্যের গ্রোসারী পণ্য মাত্র ৫০০ টাকায় সরবরাহ করা হয়।

ধূমকেতুর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস ও খন্দকার মাসুদুর রহমান চুন্নু এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, আগামীতেও ধূমকেতুর কার্যক্রম অব্যহত থাকবে। ধূমকেতু প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে একটি সমাজ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে চেষ্টা করবে।

তারা আরও জানান, অদূর ভবিষ্যতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে বিনামূলে চিকিৎসা সেবা, মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা হবে।

'ধূমকেতু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন' একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। নিউইয়র্ক সিটিতে নিবন্ধিত এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কের কুইন্সে।

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea NYSSEA
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

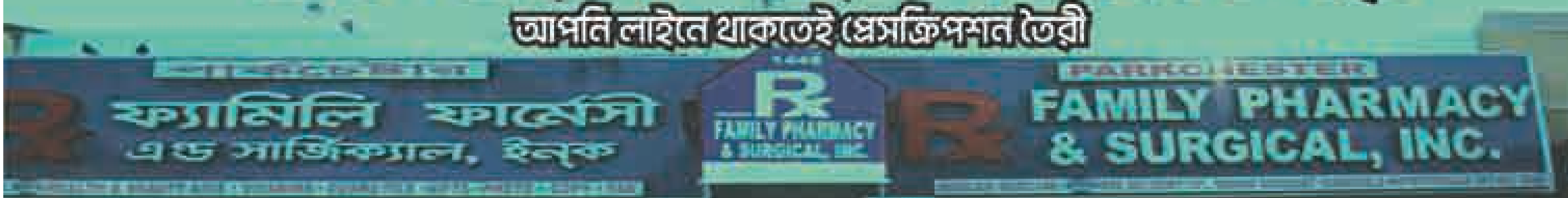

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

ক্যালিফোর্নিয়ায় কয়েক ডজন স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল

ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোরতা

গত মাসে ট্রাম্প প্রশাসন যেসব শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল, গ্রেপ্তার করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এইচবি রিতা

ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়ার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে কয়েক ডজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল করেছে- যার মধ্যে রয়েছে ইউসিএলএ, ইউসি স্যান ডিয়েগো, ইউসি আরভাইন, ইউসি বার্কলে ও স্ট্যান্ডফোর্ড।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র ও শিক্ষকরা 'নিউইয়র্ক টাইমস্'কে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এই ভিসা বাতিলের ঘটনাগুলো মূলত গত শুক্রবার (এপ্রিল ৪) দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে একযোগে ঘটে, যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিলের কথা ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ কেনটাকি, ইউনিভার্সিটি অফ ওরেগন এবং ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি।

ইউসিএলএ-তে অন্তত আটজন ছাত্রের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দ্বারা তারা আটক হচ্ছে কিনা কিংবা ভিসা বাতিলের কারণ কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইউসি স্যান ডিয়েগো-তে, চ্যান্সেলর প্রদীপ খোসলা শুক্রবার (এপ্রিল ৪) রাতে পাঁচজন ছাত্রের ভিসা বাতিলের কথা জানান। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কোনো রকম পূর্বাভাস ছাড়াই এই খবর পেয়েছে।'

স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, চারজন ছাত্র ও সম্প্রতি স্নাতক হওয়া আরও দুইজনের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। তবে, ভিসা বাতিলের কারণ সম্পর্কে তারা কিছু জানায়নি।

ইউসি বার্কলের একজন মুখপাত্র চারজন ছাত্রের ভিসা বাতিলের কথা নিশ্চিত করেছেন- যার মধ্যে দুইজন এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি রয়েছে (একজন স্নাতক ও একজন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী) এবং বাকি দুইজন স্নাতক সম্পন্ন করে একটি পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কাজ করছিল। ইউসি আরভাইনের ছাত্রদের ভিসা বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক 'ইউসি' কর্মকর্তা। এদিকে, ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৭ হাজারেরও বেশি বিদেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। সেখানে কোন শিক্ষার্থী এই ভিসা বাতিল অভিযানের শিকার হয়েছে কি না, সে বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়ার এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ইউসি-জানে যে 'সেভিস' (স্টুডেন্ট এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফর্মেশন সিস্টেম) টার্মিনেশনের ফলে আমাদের বেশ কয়েকটি ক্যাম্পাসের ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতি এখনও অস্থির ও পরিবর্তনশীল। আমরা এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করছি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় প্রযোজ্য স্টেচ ও ফেডারেল আইন অনুসরণ করেই কাজ করবে।'

গত মাসে ট্রাম্প প্রশাসন যেসব শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল বা গ্রেপ্তার করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে দাবী করা হয়। তবে এবারের ভিসা বাতিলের কারণ এখনো পরিষ্কার নয়। এই বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ছাত্রছাত্রীদের ভিসা নিয়ে 'দ্য লস এন্জেলেস টাইমস'-এর প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্ররা। তবে, ইউসি সান ডিয়েগোতে যাদের ভিসা বাতিল হয়েছে, তারা কেউই ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না বলে জানিয়েছেন এক 'ইউসি' কর্মকর্তা।

ভিসা বাতিলের কারণ কী, ছাত্রদের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ, না অন্য কিছু- এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন ইমেইলে জানান, প্রতিটি ঘটনা আলাদাভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। তবে ক্যালিফোর্নিয়ায় ঠিক কতগুলো ভিসা বাতিল হয়েছে বা স্টেটের কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এতে প্রভাবিত হয়েছে, সে প্রশ্নের কোন জবাব দেননি তিনি।

এদিকে ইউসিএলএ-তে ছাত্রদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথা স্বীকার করে শুক্রবার (এপ্রিল ৪) রাতে এক যৌথ বিবৃতি দেয় ছাত্র সংসদ। বিবৃতিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম তফায়লি এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিনিধি সৈয়দ তামিম আহমদ বলেন, 'এই সময়টা ভীষণ অনিশ্চিত, প্রতিটি ইন্টারন্যাশনাল ছাত্রছাত্রীকে বলতে চাই,- আপনাদের এখানে থাকা উচিত। আপনাদের উপস্থিতি এই ক্যাম্পাসকে আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তোলবে। আমরা আপনাদের পাশে ছিলাম, আছি- থাকব সাহসের সঙ্গে, নিঃশর্তভাবে।'

গত মাসে ট্রাম্প প্রশাসন হাই-প্রোফাইল কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন কলাম্বিয়া, কর্নেল, জর্জ ওয়াশিংটন, টাফটস ইত্যাদিতে ছাত্রদের ভিসা বাতিল করা শুরু করে। প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, এই ছাত্ররা ফিলিস্তিনপন্থী লেখালেখি বা বিক্ষোভের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করেছেন এবং তারা হামাসের প্রতি সহানুভূতিশীল। যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। প্রশাসনের ভাষ্যমতে, এসব ছাত্র জাতীয় নিরাপত্তা ও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির জন্য হুমকি।

সাধারণত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার জন্য দুইটি সনদপত্র প্রয়োজন হয়। একটি হলো স্টুডেন্ট ভিসা, যা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেয়। অন্যটি হলো 'স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস', যা প্রমাণ করে যে তারা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি রয়েছে এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে- যেমন কাজ করার সীমাবদ্ধতা।

ভিসা ইস্যু ও বাতিলের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের (ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট) উপর, আর স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস বজায় থাকে 'সেভিস' ডেটাবেজে। আগের প্রশাসনগুলোতে, যদি কোনো শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল হতো, তবুও তারা যুক্তরাষ্ট্রে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারত। তবে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করলে পুনরায় প্রবেশের আগে নতুন ভিসা নিতে হতো।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফামের্সি

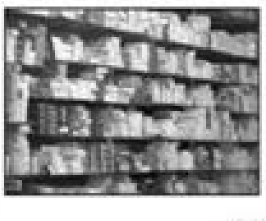

(সাটফিন ব্লুভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের উদ্যোগে বিজ্ঞান সেমিনার

বিশ্বের শীর্ষ দশ ধনীর ৯ জনের ক্ষতি ৩৭০ বিলিয়ন ডলার

ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ

নিউজ ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রক্ষণশীল বাণিজ্যনীতির প্রভাব পড়ছে বিশ্বজুড়ে। বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনী ব্যক্তির মধ্যে ৯ জনের সম্মিলিত সম্পদ থেকে অন্তত ৩৭০ বিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়েছে। শুধুমাত্র ওয়ারেন বাফেটই ব্যতিক্রম, যিনি এই সময়ের মধ্যে সম্পদ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

ট্রাম্পের ধারাবাহিক শুল্ক আরোপের কারণে বিশ্ববাজারে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পাল্টা পদক্ষেপ বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও ঝুঁকি বাড়িয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, যা প্রযুক্তি খাতসহ বিভিন্ন শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

চীন, ভিয়েতনাম ও তাইওয়ান-বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনকেন্দ্রগুলো-যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্কের কবলে পড়েছে। যদিও এসব দেশ সস্তা শ্রম ও উন্নত লজিস্টিক সুবিধা দিয়ে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে ছিল, কিন্তু শুল্কের বাড়তি খরচ সেই সুবিধাগুলোকে ম্লান করে দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এই বাণিজ্য যুদ্ধ আরও গভীর হবে এবং চিপসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিপণ্য শুল্কের লক্ষ্যবস্তু হবে। এর ফলে প্রযুক্তি খাতের শেয়ার বাজারে বড় ধরনের পতন ঘটেছে।

চীনের প্রতিক্রিয়ায় ওয়াশিংটনের শুল্ক আরোপের পর বেইজিং সাতটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুকে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই ধাতুগুলো অস্ত্র থেকে শুরু করে পরমাণু চুল্লি, ব্যাটারি, চিপস এবং সুপারকন্ডাক্টরসহ নানা প্রযুক্তিপণ্যে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের ৯০ শতাংশ 'রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট' উৎপাদন করে চীন, এবং এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা নিজেদের আধিপত্য রক্ষা করার বার্তা দিয়েছে।

ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স অনুযায়ী, টেসলা ও এক্স-এর মালিক ইলন মাস্ক বছরের শুরু থেকে ১৩৫ বিলিয়ন ডলার হারিয়েছেন। তবুও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তির অবস্থান এখনও তারই দখলে।

তালিকায় পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন, ল্যারি এলিসন (অরাকল) তার ক্ষতি হয়েছে ৪৪.৯ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া জেফ বেজোস (অ্যামাজন), ল্যারি পেজ (গুগল), সার্গেই ব্রিন (গুগল), বার্নার্ড আর্নো (লুই ভিটোঁ), মার্ক জাকারবার্গ (ফেসবুক), স্টিভ বালমার (প্রাক্তন মাইক্রোসফট সিইও), বিল গেটস (মাইক্রোসফট) এর যথাক্রমে ৪২.৬, ৩৪.৭, ৩২.৫, ২৬.২, ২৪.৫, ২০.৪ এবং ৯.৪৫ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের বিজ্ঞান সেমিনার

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের উদ্যোগে বিজ্ঞান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) সংগঠনের মেডিসন হাইটস কার্যালয়ে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে আসা নাসা হিউম্যান এক্সপ্লুরেশন রোভার চ্যালেঞ্জ (হার্ক) দলের সদস্যরা অংশ নেন। এতে ২০২৫ নাসা হার্ক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি দল ড্রিমস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা তাদের প্রস্তুতি ও উদ্ভাবনী রোভার ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করেন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ মঈন দীপু। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান। দলের কোচ মো. মঈন উদ্দীন ও দলনেতা মাহাদীর ইসলামসহ অন্যান্য সদস্যরা নাসা হার্ক চ্যালেঞ্জের লক্ষ্য, রোভার তৈরির প্রযুক্তিগত দিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাদের মতামত ও সমর্থন জানান।

বক্তব্য দেন অলিউর রহমান, লুৎফুল বারী নিয়ন, তাহলিল আজিম চৌধুরী, কাজী এবাদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আফতাব, আবুল কালাম আজাদ, আজিজ চৌধুরী মুরাদ ও মিল্টন বড়ুয়া, মো. রেজাউল আমিন, মোতাক্কাবির শাহীন।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন আমিনুর রশিদ চৌধুরী, সেলিম আহমেদ, ফয়সল চৌধুরী, শাহদাৎ হোসেন, সালাউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, সাব্বির খান, মাহমুদ রহমান, মিজানুর রহমান, সালাউদ্দিন মুরাদসহ বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিরা।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টে নারায়ণগঞ্জের আলোচিত এমপি শামীম ওসমান (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)। ছবি: সংগৃহীত

'খেলা হবে' ফ্রম নারায়ণগঞ্জ—এখন নিউইয়র্কের ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে! ছবি তুলতেই ভোঁ-দৌড়

উত্তর আমেরিকা অফিস

নারায়ণগঞ্জের সাবেক আলোচিত সংসদ সদস্য এম.কে.এম. শামীম ওসমানকে নিউইয়র্কের জ্যামাইকা শহরের একটি ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিতে দেখা গেছে। গত শুক্রবার (৪ এপ্রিল) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে তাকে কিছু বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে খোশগল্প করতে দেখা যায়। ছবি তুলতে গেলে দৌঁড়ে তিনি পালিয়ে যান বলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন এক ব্যক্তি।।

এদিকে ছবি প্রকাশের পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে দেশ-বিদেশে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। ছবিতে শামীম ওসমানকে হাস্যোজ্জ্বল এবং বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখা গেছে।

বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভারতে পালিয়ে গেলে শামীম ওসমানও আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে দেশত্যাগ করেন। তিনি সিলেটের একটি হোটেল থেকে গা ঢাকা দিয়ে পরে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে তিনি যান দুবাই এবং অবশেষে পৌঁছান নিউইয়র্কে।

গত জুলাই ও আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের সময়, শামীম ওসমান সশস্ত্র অবস্থায় মাঠে নেমে ছিলেন এবং ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালানোর অভিযোগ রয়েছে। তার ক্যাডারদের গুলি করার একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানে গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন থানায় ২০টিরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে তার নিউইয়র্কে ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে আরামদায়ক ভঙ্গিতে আড্ডা দেওয়া একদিকে যেমন আলোচনার জন্ম দিচ্ছে, অন্যদিকে তা রাজনৈতিক শরণার্থী বিতর্ককেও উসকে দিচ্ছে।

অনেকে প্রশ্ন তুলছেন—একজন অভিযুক্ত নেতা কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে এমন খোলামেলা জীবন যাপন করছেন, যেখানে তার বিরুদ্ধে রয়েছে গণহত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ?

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

কুইন্স লাইব্রেরিতে সম্মাননা পেলেন নিক ব্যুরন ও রাহাত হোসেন

সোহানা নাজনীন

কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরির অডিটোরিয়ামে নেতৃত্ব ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর শনিবার (৫ এপ্রিল) অনুষ্ঠান করেছে নোলক ফাউন্ডেশন। 'উইমেন এমপাওয়ারিং উইমেন' থিমে আয়োজিত এই ইভেন্টে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির প্রধান লাইব্রেরিয়ান ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক ব্যুরন এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সমাজসেবী ও কমিউনিটি নেত্রী রাহাত হোসেনকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি নারীদের আত্মনির্ভরতা, সামাজিক উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারীর ভূমিকা নিয়ে গভীর আলোচনার প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে।

লেখিকা ও নারী নেত্রী রাজিয়া নাজমীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় তাঁর চিন্তা উদ্রেক করা বক্তব্য দিয়ে।

তিনি বলেন, 'একটি শিশু জন্ম নেয় মেয়ে বা ছেলে হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবে। তাদের সমঅধিকার জন্মগত। আমাদের সমাজের দায়িত্ব সেই অধিকার নিশ্চিত করা।'

রাজিয়া নাজমী জোর দিয়ে বলেন, 'ক্ষমতায়নের মূল স্তম্ভ হলো শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ। নারীকে এই তিনটি ক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে পারলেই কেবল সমতা সম্ভব।'

প্রধান অতিথি রাহাত হোসেইনের জীবনসংগ্রাম ও সামাজিক অবদান অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল। রাজিয়া নাজমীর প্রশ্নোত্তরে উঠে আসে তাঁর সাহসী নেতৃত্বের গল্প। উত্তর আমেরিকায় প্রথম নারী হিসেবে মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী রাহাতের কোভিড-১৯ মহামারিতে ভার্চুয়াল জামাত চালুর সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন রাজিয়া।

'মহামারির শুরুতেই তিনি ধর্মীয় রীতি ও স্বাস্থ্যবিধির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, যা মুসলিম কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখতে ভূমিকা রেখেছে।' বলেন তিনি।

রাহাত হোসেইনের পরিবার বাংলার সমাজসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর পিতা শহীদ ডাক্তার শামসুদ্দিন আহমেদ ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মানবতার সেবক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কর্তব্যকালীন অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন। রাহাত হোসেইনের মাতা হোসনে আরা আহমেদ সিলেট মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। তার ভাই প্রফেসর ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহমেদ ফিলাডেলফিয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

অনুষ্ঠানে রাহাত বলেন, 'আমার বাবা-মা শিখিয়েছেন, সম্পদ মানুষের সেবায় ব্যয় করাই প্রকৃত সফলতা। আমরা কবরে টাকা নিয়ে যাব না, কিন্তু আমাদের কাজ মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।'

নিক ব্যুরনকে সম্মাননা জানানো হয় শিক্ষা ও সম্প্রদায় উন্নয়নে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার জন্য। তিনি বলেন, 'লাইব্রেরি শুধু বইয়ের ভাণ্ডার নয়, এটি সামাজিক সংলাপ ও নেতৃত্ব বিকাশের কেন্দ্র। নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য আমরা নিরন্তর কাজ করছি।' প্রায় দুই ঘন্টার আলোচনায় উঠে আসে মানবাধিকার ও নারী অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ সব বার্তা।

বক্তারা বলেন, 'ধর্ম ও আধুনিকতার সমন্বয় করে রাহাত হোসেনের ভার্চুয়াল জামাত প্রমাণ করে, ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার করে কঠিন সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কমিউনিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল কভিডের আক্রমণের সময়ে।'

সেলিনা শারমিন তার কথামালায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য মাইক্রো-লোন প্রোগ্রাম এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

রাহাত হোসেইনের জীবনসঙ্গী সৈয়দ জাকি হোসেইন বলেন, 'পরিবার ও সমাজের দ্বৈত দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হয়।' তিনি বলেন, 'নারীরা যখন বাড়ি ও বাইরে সমানভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তখন পরিবারকেই হতে হয় তাঁর প্রধান সমর্থক।'

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী মুহূর্ত ছিল যখন রাহাত হোসেইন ও তাঁর পরিবারের দাতব্য কর্মকাণ্ডের গল্প। শ্রোতাদের একজন মন্তব্য করেন, 'রাহাতের গল্প শুনে মনে হয়েছে, প্রতিটি মানুষই পারে সমাজ বদলাতে- শুধু ইচ্ছাশক্তি আর নিষ্ঠা থাকতে হয়।'

অনুষ্ঠানের শেষে ঘোষণা করা হয়, নারী নেতৃত্বকে এগিয়ে নিতে নোলক ফাউন্ডেশন এবং কুইন্স লাইব্রেরি যৌথভাবে মাসিক ওয়ার্কশপ ও মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম চালু করবে। এর মাধ্যমে তরুণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এবং সামাজিক উদ্যোগ নেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

'জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা কী নিয়ে যাব? শুধু ভালো কাজের স্মৃতি,' - রাহাত হোসেইনের এই বক্তব্য যেন অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্র হয়ে ধ্বনিত হয়। নারী-পুরুষের সমতা এবং মানবতার জয়গান গেয়ে এই আয়োজন কুইন্সের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে রইল।

রাজীয়া নাজমী তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, 'রাহাত হোসেইনের মতো নেতৃত্বই প্রমাণ করে, নারীরা শুধু স্বপ্ন দেখেন না, স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথও তৈরি করেন।'

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার স্বাধীনতা দিবস ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় দিবস ও বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপন করেছে জাতীয় পার্টি (জাপা) যুক্তরাষ্ট্র শাখা।

শনিবার (৫ এপ্রিল) বিকালে নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার ও জসিম চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি শফিউল আলম ও মনিরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ মো. আব্দুল করিম, যুগ্ম সাংগঠনিক মীর জাকির, প্রচার সম্পাদক ফেরদৌস ওয়াহিদ, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, কোষাধক্ষ্য জিএম ইলিয়াস, সদস্য ওয়ারিস আলী, মো. জিন্নাহ, আব্দুল আউয়াল মুন্না, কানিজ ফাতেমা, রোকসানা হালিম।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়।

৭১'-এর শহীদ, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও ২০২৪ জুলাই -আগস্ট শহীদের স্মরণে ১ মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়।

বক্তারা বলেন, 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জলময় অধ্যায় সংযোজন করেছে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যাবস্থা মেরামতে তথ্য সংস্কারের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে, ১৪৩২ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ যে বাংলাদেশের মানুষকে নতুন কিছু উপহার দিবে তা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়েছে। এই দিবসটিকে বলা হয় বাংলাদেশের একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক জাতীয় দিবস।'

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ১৩ এপ্রিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলা নতুন বছরকে বরণের আমেজে নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' হবে আগামী ১৩ এপ্রিল। 'হিউম্যানিটি অ্যাম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস'-এর সহায়তায় বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে এ প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। জ্যাকসন হাইটসের ৬৯ স্ট্রিট সংলগ্ন সিটির পার্কিং এরিয়া থেকে শুরু হয়ে ৩৭ এভিনিউ ধরে প্যারেডটি যাবে ৮৬ স্ট্রিটে।

গত বুধবার (৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৮টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। এ সময় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং আয়োজনের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরে সকলকে বাংলাদেশ ডে প্যারেডে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সমম্মেলনে আয়োজকরা জানান, প্যারেডে সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী- আঞ্চলিক-রাজনৈতিক- ধর্মীয় সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে নিজ নিজ ব্যানারসহ অংশগ্রহণের জন্য। প্যারেডে সাংস্কৃতিক পর্বে থাকবেন অপূর্ব, নওশীন, রিচি সোলায়মান, মিলন, নাদিয়া, জাহেদ খান, প্রতিক হাসান, নোভা, দেবাশীষ বিশ্বাস-সহ স্থানীয় জনপ্রিয় শিল্পীরা।

আয়োজকরা আরও জানান, প্যারেড সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বেলা ২টা পর্যন্ত চলবে। এ সময়ে ব্যস্ততম ৩৭ এভিনিউ যানবাহন চলাচল করবে না। নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ প্যারেডের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, প্যারেডের মার্শাল গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ারের সিইও শাহনেওয়াজ, প্যারেড কমিটির প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদসহ অন্যান্যরা। সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন প্যারেড কমিটি আহ্বায়ক ফাহাদ সোলাইমান।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

এখন কুইন্সেই পাবেন বিশেষজ্ঞ হৃদরোগ চিকিৎসা

Kumar Sarkar, MD

Kumar Sarkar, MD—Northwell's Cardiovascular Institute-র একজন সম্মানিত সদস্য। এখন নতুন ঠিকানায়।

8040 Cooper Avenue, Glendale, Queens

RAISE HEALTH

ডাঃ সরকার গ্লেনডেল, কুইন্সে প্রতিরোধমূলক কার্ডিওলজি, কার্ডিয়াক ইমেজিং, স্ট্রেস টেস্টিং এবং আধুনিক কার্ডিয়াক সেবায় পারদর্শী। তিনি একই স্থানে পরামর্শ, পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করেন, যাতে রোগীরা সহজেই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন। বিশেষভাবে, তিনি দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের অনন্য সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদার প্রতি গভীর মনোযোগ দেন।

আমরা অভিজ্ঞ কার্ডিওভাসকুলার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি, যা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে আপনাকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে নিবেদিত।

একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন

Northwell℠

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

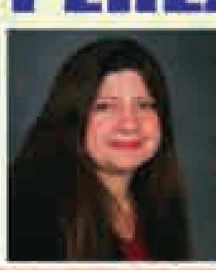

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:

718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ
- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

ইতিহাস গড়লো এআই মামুর এইচওএসএ টিম

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক স্টেট এইচওএসএ—ফিউচার হেলথ প্রফেশনালস কনফারেন্সে প্রথমবার অংশ নিয়েই এআই-মামুর স্কুলের হাইস্কুল টিম 'কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস' প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। এটি নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম কোনো মুসলিম হাইস্কুল। যারা এই প্রতিযোগিতায় রাজ্য পর্যায়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে।

বিজয়ী প্রচারণায় নেতৃত্ব দেন—আফরা আমের, জান্না আরাফা, মায়া উইলসন, নাজনীন আলম, সাফিয়া সারতাজ ও আনিগা দেহভারা।

তারা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি বহুমাত্রিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালায়। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ৮৪ হাজারেরও বেশি মানুষকে পৌঁছে যায়। স্কুল, মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টারে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তারা ১ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে। এ ছাড়াও, ওয়েবিনার ও ব্রোশিয়ার বিতরণের মাধ্যমে তারা বার্তাটি আরও বিস্তৃত করে।

প্রধান শিক্ষিকা আরশীন সাঈদ বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু প্রতিযোগিতা করেনি—তারা শিক্ষিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে এবং ক্ষমতায়ন করেছে। একটি ছোট মুসলিম বেসরকারি স্কুল হিসেবে আমাদের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী অর্জন।

এআই-মামুর মিডল স্কুলও প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে 'হেলথ ক্যারিয়ার ডিসপ্লে' ইভেন্টে গবেষণাভিত্তিক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করে এবং রাজ্য পর্যায়ে বিচারকদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও র‍্যাঙ্কিং লাভ করে। এর ফলে, তারা পরবর্তী মিডল স্কুল অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

এই জয়ের ফলে, হাইস্কুল টিম আসন্ন আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব সম্মেলনে নিউইয়র্কের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে, যেখানে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

নিউইয়র্কে ১৮ এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে ‘বরবাদ’ সিনেমা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শাকিব খানের নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মস (শাকিব খান ফিল্মস) আন্তর্জাতিক পরিসরে তাদের প্রথম সিনেমা 'বরবাদ' মুক্তির ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে নিউইয়র্কের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই সিনেমা। যা প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। পরদিন ১৯ এপ্রিল কানাডায় সিনেমাটি মুক্তি পাবে এই সিনেমা।

বুধবার (৯ এপ্রিল) নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁয় এসকে ফিল্মস ইউএসএ-এর আন্তর্জাতিক যাত্রা শুরুর বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন এসকে ফিল্মস ইউএসএ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকা বদরুদ্দোজা সাগর, ফারজানা আক্তারসহ অনেকে।

সংবাদ সম্মেলনে এসকে ফিল্মস ইউএসএ জানায়, আগামী ১৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ও ১৯ এপ্রিল কানাডায় ‘বরবাদ’ মুক্তির মাধ্যমে এসকে ফিল্মস ইউএসএ আন্তার্জাতিকভাবে চলচ্চিত্র পরিবেশনা শুরু করছে। প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াতে এসকে ফিল্মস চলচ্চিত্র পরিবেশনা শুরু করবে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

এসকে ফিল্মস ইউএসএ জানায়, প্রথম সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ থেকে ৪০টি প্রেক্ষাগৃহে 'বরবাদ' প্রদর্শিত হবে। নিউইয়র্ক, বোস্টন, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি, আটলান্টা, মিশিগান, সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলেস, ম্যারিল্যান্ড, বাফেলো এবং ফিলাডেলফিয়া শহরগুলোতে সিনেমাটি দেখা যাবে। কানাডার মন্ট্রিয়াল, অটোয়া ও টরন্টো শহরগুলোতেও সিনেমাটি মুক্তি পাবে।

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট
CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।
COMMITTED HOME CARE
সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।
PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।
আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813
কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।
আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।
CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814
Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সাউথ জ্যামাইকা বাংলাদেশী কমিউনিটি
SOUTH JAMAICA BANGLADESHI COMMUNITY
কার্যকরী পরিষদ
২০২৫ -২০২৬
ইকবাল হোসেন
সভাপতি
শেখ উজ্জ্বল
সাধারণ সম্পাদক
মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন
সিনিয়র সহ-সভাপতি
শামনুর মিয়া
সহ-সভাপতি
মোঃ সোহেল রানা
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মোঃ শাহীন কবির
অর্থ সম্পাদক
মোঃ ইমরোজ হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক
কাজী আপেল মাহমুদ
শিক্ষা সম্পাদক
মু. হেলাল-ই- আলম টিটু
তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক
মোঃ মহর উদ্দিন খান
সংস্কৃতিক সম্পাদক
মনিরুল হক
গণযোগাযোগ সম্পাদক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
আসাদুজ্জামান ফারুক
কার্যকরী সদস্য
মোহাম্মদ এ. মিন্টু
কার্যকরী সদস্য
আব্দুল মান্নান
কার্যকরী সদস্য
জিয়াউর রহমান (লাকি)
কার্যকরী সদস্য
মোহাম্মদ সরোয়ার
কার্যকরী সদস্য
শরিফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
মোঃ বেলাল
কার্যকরী সদস্য
প্রচারে: মনিরুল হক, গণযোগাযোগ সম্পাদক

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা দিতে পারি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Syed Alamin
Administrator

Bestcare Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

৩ মে নিউইয়র্কে ইউএসবিসিসিআইয়ের রিয়েল এস্টেট এক্সপো

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউএসবিসিসিআই) আগামী ৩ মে শনিবার নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে "রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৪" আয়োজন করতে যাচ্ছে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী, যেখানে ১০০ জনেরও বেশি রিয়েল এস্টেট পেশাজীবী ও ৬০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে।গত ৩ এপ্রিল জামাইকায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

এক্সপোতে প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয়ে ১% ডাউন পেমেন্ট, ইসলামিক শরিয়া-সম্মত গৃহঋণ, সরকারি অনুদান এবং মর্টগেজ সুবিধা সম্পর্কে সরাসরি তথ্য ও আবেদনের সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি, বিশেষজ্ঞ প্যানেল আলোচনা, বিনিয়োগ কৌশল, আইনি পরামর্শ এবং নতুন ক্রেতাদের জন্য হোম অউনারশিপ গাইড প্রদান করা হবে। আয়োজকদের মতে, এটি শুধু বাড়ি কেনাবেচার মঞ্চ নয়, বরং রিয়েল এস্টেট সেক্টরে সচেতনতা তৈরির একটি উদ্যোগ।

সংবাদ সম্মেলনে ইউএসবিসিসিআই সভাপতি লিটন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এতে উপস্থিত ছিলেন মিলি ভুইয়া, ইসমাইল আহমেদ, আহাদ আলী সিপিএ, লিস্টেল গ্রাটিও, হাসিব রুবিও, কাজী জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ কবির প্রমুখ।

ইভেন্টে প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হলেও আগাম রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। আয়োজকদের ধারণা, ভিড় এড়াতে দর্শকদের অগ্রিম টিকেট বুক করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.usbccireexpo.com/ticket

ইউএসবিসিসিআই-এর লক্ষ্য, প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সকল কমিউনিটির জন্য রিয়েল এস্টেট বাজারকে সহজলভ্য করা। সংগঠনের পরিচালক শেখ ফরহাদ বলেন, "এই এক্সপো শুধু লেনদেনের জায়গা নয়, এখানে মানুষ বাড়ি কেনার আগে-পরে কী করবেন, তা শিখতে পারবেন।"

ইরানের ওপর আবার মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের পরমাণু কর্মসূচির পক্ষে থাকার অভিযোগে পাঁচটি ইরানি সংস্থা ও এক ব্যক্তির ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মাত্র কয়েক দিন আগেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের সঙ্গে আলোচনা শুরুর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী দেশ ওমানে অল্প কিছু দিনের মধ্যে আলোচনা শুরু হতে পারে এমন সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

লেবাননের সম্প্রচারমাধ্যম আল-মায়েদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ তথা অর্থ মন্ত্রণালয় এই কোম্পানিগুলো ও ব্যক্তির নাম প্রকাশ করে। এদের মধ্যে রয়েছে—ইরানের অ্যাটমিক এনার্জি অর্গানাইজেশন এবং এর সহযোগী সংস্থা ইরান সেন্ট্রিফিউজ টেকনোলজি কোম্পানি। নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন—আতবিন ইস্তা টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির প্রধান মজিদ মোসাল্লাত।

জ্যামাইকায় ঈদের জামাতে ইসলাম গ্রহণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যামাইকার আল কুবা মসজিদে ঈদের জামাতে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এক ব্যক্তির ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয়েছে ইব্রাহিম।

ঈদের নামাজের উপস্থিত হয়ে নওমুসলিম ইব্রাহিম বলেন, মুসলমানদের প্রতি তার ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটায় এবং ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তির ধর্ম বুঝতে পারার পর মুসলমান হয়েছেন তিনি।

ক্যাথলিক অনুসারী থেকে ইসলাম গ্রহণের পর মসজিদ আল কুবায় ঈদ জামাতে শত শত মুসল্লির উপস্থিতিতে ইব্রাহিমকে মুসলিম ভাই হিসেবে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এসময় মুসল্লিরা তাকবির ধ্বনিতে তাকে বরণ করে নেন এবং তার নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা জানান।

জ্যামাইকার মুসলিম কমিউনিটিতে এ ঘটনা নতুন করে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

নিউ জার্সিতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ প্রবাসীর মৃত্যু

মনজুরুল হক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের ফ্লোরেন্স টাউনশিপে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় শিশুসহ প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। একই পরিবারের আরও দুইজন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। দুই গাড়ির সংঘর্ষে এ পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ জানায়, রোববার (৬ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, রাতে আই-২৯৫ মহাসড়কের উত্তর দিকে যাত্রারত হুন্ডাই সান্তা ফে ও হুন্ডাই টুসকন নামের দুইটি গাড়ি মাইলপোস্ট ৫০.৬'-এর কাছে ছিল। হঠাৎ সান্তা ফে গাড়িটি ডান দিকের গার্ডরেলে ধাক্কা খায়। এরপর গাড়িটি রাস্তায় ফিরে এসে টুসকন গাড়িটিকে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় দুইটি গাড়িই রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে বেশ কয়েকটি গাছের সাথে সংঘর্ষ হয়।

টুসকন গাড়ির চালক শরফুদ্দিন (৩৬) এবং ওই গাড়ির আরোহী শিশু রামিছা (৮) ঘটনাস্থলেই মারা যান। এছাড়া টুসকনে থাকা ২৬ বছর বয়সী এক নারীসহ গুরুতর আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তিনজনের মধ্যে দুইজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। রোববার রাতে বাংলাদেশি প্রবাসী এ পরিবারটি পাশের ডেলোয়ারা রাজ্য থেকে নিউজার্সির এলিজাবেথ শহরে ফরছিলেন। তাদের দেশের বাড়ি ফেনী জেলায় বলে জানা গেছে।

এদিকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া সান্তা ফে গাড়ির চালক ফ্লোরিডার মিয়ামির ২৯ বছর বয়সী এক নারীও গুরুত অবস্থা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মারা যান বলে জানা গেছে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

নিউ জার্সিতে গাড়ি দুর্ঘটনা বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। রাজ্যের পরিবহন কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, সাম্প্রতিক এক বছরে এখানে ২ লাখ ৭৬ হাজারেরও বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার সরাসরি ফলে প্রায় ৬০ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। নিরাপদ ড্রাইভিং ক্যাম্পেইন, যানবাহন নির্মাতাদের নিরাপত্তা উদ্যোগ এবং কঠোর ট্রাফিক আইন সত্ত্বেও রাজ্যজুড়ে বহু যানবাহন দুর্ঘটনায় প্রতি বছর হাজারো প্রাণহানি ও জখমের ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় স্থানীয় কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা ও ট্রাফিক নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ট্রাম্প পেলেন ১৬ হাজার ফেডারেল কর্মী বরখাস্তের অনুমতি

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) জানায় যে, ট্রাম্প প্রশাসন ১৬ হাজার প্রোবেশনারি ফেডারেল কর্মীকে ছয়টি এজেন্সি এবং বিভাগ থেকে বরখাস্ত করতে পারে। আদালত একটি নিম্ন আদালতের নির্দেশনা বাতিল করেছে, যা এই কর্মীদের পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছিল, যখন তাদের বরখাস্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চলছিল।

এবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্ট এক সংক্ষিপ্ত, সইহীন আদেশে জানিয়েছে যে, নয়টি শ্রম ইউনিয়ন এবং ননপ্রফিট গ্রুপ যে এই বরখাস্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, তাদের 'ক্ষতির অভিযোগ' বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রুপগুলোর পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়। ফলে তারা এই মামলায় অংশগ্রহণের অনুমতি পায়নি।

গত মাসে, একটি ফেডারেল বিচারক ট্রাম্প প্রশাসনকে নির্দেশ দেন যে, এফেক্টেড কর্মীদের পুনর্বহাল করতে হবে, যারা ভেটেরান্স অ্যাফেয়ার্স, কৃষি, প্রতিরক্ষা, শক্তি, অভ্যন্তরীণ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মী। তবে, ট্রাম্প প্রশাসন এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে, দাবি করে যে, অভিযোগকারী গ্রুপগুলো 'সংস্কৃতির মাঝে' সরকার এবং কর্মীদের সম্পর্ককে হাইজ্যাক করেছে। শ্রম ইউনিয়নগুলোর দাবি ছিল যে, এই কর্মীদের বরখাস্ত তাদের জন্য গুরুতর ক্ষতি সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে সরকারি কার্যক্রমে অপ্রত্যাশিত ফাঁক তৈরি হবে। তারা সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ জানিয়েছিল যে, নিম্ন আদালতের আদেশ অনুযায়ী কর্মীদের পুনর্বহাল করা হোক।

এদিকে, শ্রম ইউনিয়নগুলোর একটি কোলিশন (একটি জোট) সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে 'গভীরভাবে হতাশাজনক' বলে অভিহিত করেছে, তবে তারা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

INJURED

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

ATTORNEY CHANDA THAPA

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয়
কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা
আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

সংসার ভাঙার গুঞ্জন নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন মিশেল ওবামা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও মিশেল ওবামার বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল কয়েক মাস ধরেই। বিষয়টি নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট বা ফার্স্ট লেডি কাউকে কথা বলতে শোনা যায়নি। তবে সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজে থেকেই বিষয়টি সামনে আনেন মিশেল ওবামা। অভিনেত্রী সোফিয়া বুশের উপস্থাপনায় ‘ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস’ অনুষ্ঠানে নিজের জীবন নিয়ে বেশ খোলামেলা আলাপ করেন তিনি।

গত জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠান এবং তার আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ওবামার সঙ্গে মিশেলকে দেখা যায়নি। তখন সাবেক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন ওঠে।

পডকাস্টে সেই প্রসঙ্গ টেনে সাবেক ফার্স্ট লেডি বলেন, ‘আমি বিভিন্ন সেমিনারে ভাষণ দেই, কিছু প্রকল্পের কাজও করি। তাছাড়া নারী শিক্ষা নিয়েও কাজ করছি। আমরা নারীরা আসলে এমনই। মানুষকে খুশি করতে আমরা এত ব্যস্ত যে নিজের জন্য সময় বের করা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে। আর কোনো নারী যখন সেটি করে ফেলে, তখন মানুষ তা মোটেই নিতে পারে না। আমি যখন নিজের জন্য সময় বের করে নিজের কাজগুলো করছিলাম, তখন মানুষ ধরে নিল যে আমার আর আমার স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে!’

৩২ বছর ধরে সংসার করছেন বারাক ওবামা ও মিশেল ওবামা। এর মধ্যে বারাক ওবামার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রেসিডেন্ট থাকার সময় হোয়াইট হাউসের জীবন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে ‘বিকামিং’ নামে নিজের বইতে উল্লেখ করেছেন মিশেল।

সাবেক ফার্স্ট লেডি জানান, এখন নিজের সময় কাটানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবেই নেন তিনি। অবশ্য আগে স্বাধীনতাহীন ছিলেন— তা নয়, কিন্তু তখন সবাইকে খুশি করতে স্বাধীনতা উৎসর্গ করতে হতো তাকে।

মিশেল বলেন, ‘এখন যে সিদ্ধান্তগুলো আমি নিই, তা আগেও নিতে পারতাম। কিন্তু তখন নিজেকে সেই স্বাধীনতা আমি দিইনি। অকারণে সন্তানদের জীবনকে নিজের জীবনের সীমাবদ্ধতা ও অপরাগতার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছি।’

দেরিতে হলেও সেই চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসেছেন জানিয়ে সাবেক ফার্স্ট লেডি বলেন, ‘এখন আমি নিজের সময়সূচি ঠিক করার ক্ষেত্রে আগে আমার পছন্দকে প্রাধান্য দিই। আমি যা বহুদিন ধরে করতে চাই, যা করলে আমার আত্মা শান্তি পায়, আমি এখন তাই করি। আমি তাই করি যা আমার জন্য ভালো, কেবল অন্যরা যা চায় তা, করা বাদ দিয়েছি।’

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ট্রাম্পের বাণিজ্য পরামর্শককে ‘নির্বোধ’ বললেন মাস্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন ইলন মাস্ক। বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক এ নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন। এ ঘটনার পর শুল্কনীতি নিয়ে ট্রাম্প শিবিরে গৃহদাহের ইঙ্গিত পাচ্ছেন অনেকে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইলন মাস্ক মঙ্গলবার ট্রাম্পের বাণিজ্যবিষয়ক প্রধান পরামর্শক পিটার নাভারোকে সরাসরি ‘নির্বোধ’ ও ‘অকাট মূর্খ’ বলে আক্রমণ করেন। নাভারো সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মাস্ককে ‘গাড়ি সংযোজনকারী’ আখ্যা দেন। তিনি বলেন, মাস্ক যা কিছু করেন, সবই তাঁর ‘নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার’ জন্য। পরে কড়া ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া জানান মাস্ক।

দীর্ঘদিন ধরে বাড়তি শুল্ক আরোপের বিরোধী ইলন মাস্ক। যদিও তিনি ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় বিপুল অর্থ (২৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি) দিয়েছেন এবং প্রেসিডেন্টের তথাকথিত ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সির’ (ডোজ) দায়িত্ব পেয়েছেন।

ইলন মাস্ক অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরে হোয়াইট হাউসের বাণিজ্যনীতি নিয়ে তাঁর অসন্তোষের কথা নানাভাবে প্রকাশ করে আসছিলেন।

হলিউড হারাল আরেক নক্ষত্রকে, ভ্যাল কিলমারকে শ্রদ্ধা টম ক্রুজের

রোকেয়া দীপা

১৯৮৬ সালের জনপ্রিয় ব্লকবাস্টার ‘টপ গান’ সিনেমায় ভ্যাল কিলমার আইসম্যান চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। খ্যাতিমান হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজ তাঁর প্রয়াত সহ-অভিনেতা ভ্যাল কিলমারকে স্মরণ করে আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত ‘সিনেমাকন’-এ ‘মিশন: ইম্পসিবল - দ্য ফাইনাল রেকোনিং’ নিয়ে কথা বলার সময়, তিনি ‘টপ গান’ ছবিতে একসাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও কিলমারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

টম ক্রুজ বলেন, ‘আমি তাঁর অভিনয়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা রাখি। ‘টপ গান’-এ যখন তিনি যোগ দেন এবং পরে ‘টপ গান: ম্যাভেরিক’-এ ফিরে আসেন, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সম্মানিত বোধ করেছিলাম। তিনি চলচ্চিত্রকে ভালোবাসতেন এবং আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। আমি চাই, আমরা সবাই এক মুহূর্ত নীরব থাকি তাঁর স্মৃতিতে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের তিনি অনুরোধ করেন যেন সকলে মিলিতভাবে কিলমারের প্রতি এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। টম ক্রুজের আবেগঘন এই বক্তব্য উপস্থিত সকলকে আবিষ্ট করে তোলে।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

টেক্সাসে ফ্রিসকো ট্র্যাক মিটে শিক্ষার্থী খুন, সহপাঠী গ্রেপ্তার

রোকেয়া দীপা

টেক্সাসে ফ্রিসকো ইন্ডিপেনডেন্ট স্কুল ডিস্ট্রিক্টের আইএসডির ডেভিড কাইকেনডাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ট্র্যাক ও ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে এক শিক্ষার্থী ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে। বুধবার (২ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফ্রিসকো পুলিশ জানায়, ‘দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে বিবাদের একপর্যায়ে এক শিক্ষার্থী অপরজনকে ছুরিকাঘাত করে।

পুলিশ ও দমকল কর্মীরা আহত শিক্ষার্থীকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহত শিক্ষার্থীর নাম অস্টিন মেটকালফ (১৭), যিনি ফ্রিসকো মেমোরিয়াল হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং ট্র্যাক ও ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন।

অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর নাম কারমেলো অ্যান্থনি (১৭), যিনি ফ্রিসকো সেন্টেনিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র। তাকে প্রথম-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনো তার জামিন নির্ধারণ করা হয়নি এবং তিনি কোনো আইনজীবী নিয়োগ করেছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।

> স্কুল কর্তৃপক্ষ নিহত শিক্ষার্থী মেটকালফের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্কুলে বিশেষ স্মরণসভা করেছে।

ফ্রিসকো পুলিশ বিভাগ সমবেদনা জানায় এবং বিবৃতিতে ফ্রিসকো আইএসডি একে ‘অভূতপূর্ব পরিস্থিতি’ হিসেবে উল্লেখ করে বলে, ‘আমরা গভীর দুঃখের সাথে নিহত শিক্ষার্থীর পরিবার, বন্ধু, শিক্ষক ও সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছি।’

স্কুল কর্তৃপক্ষ নিহত শিক্ষার্থী মেটকালফের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) তার স্কুলে বিশেষ স্মরণসভা করেছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং সেবা দেয়।

টেক্সাস ইউনিভার্সিটি ইন্টারস্কলাস্টিক লীগ এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে বলেছে, ‘আমরা ফ্রিসকো স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখছি এবং এই কঠিন সময়ে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেব।’

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · Simple Mobile · h2o Unlimited · T-Mobile · Univision mobile · Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE · NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

তদন্তে ৪ হ্যামট্রামিক সিটি কাউন্সিল সদস্যের নাম

নির্বাচন জালিয়াতি

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেটের কর্মকর্তারা হ্যামট্রাম্যাক সিটি কাউন্সিলের চার জন সদস্য ও একজন সাবেক সিটি কাউন্সিল সদস্যের বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির তদন্তের খবর জানা গেছে।

রাজ্যের একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে 'মিশিগান ডিপার্টম্যান্ট অফ অ্যাটর্নি জেনারেল' অবৈধভাবে ভোট দেয়ার উদ্দেশ্যে 'অনুপস্থিত ব্যালেট' অবৈধভাবে ব্যবহারের ষড়যন্ত্রের তদন্ত করছে। সিবিএস নিউজ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, হ্যামট্রামিক সিটি কাউন্সিলের চারজন সদস্য এবং একজন প্রাক্তন সিটি কাউন্সিল সদস্য সহ ছয়জন ব্যক্তি ২০২৩ সালের নির্বাচনের সময় নাগরিকত্বপ্রাপ্ত নাগরিকদের স্বাক্ষরিত খালি অনুপস্থিত ব্যালট গ্রহণের জন্য একসাথে কাজ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১০ মার্চ দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে, স্থানীয় নির্বাচনে সুবিধা অর্জনের জন্য তারা ভোটের জন্য অর্থ প্রদান করেছে এবং নাগরিকদের এমন ঠিকানা দাবি করেছে যেখানে তারা বাস করে না। মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটর্নি জেনারেলের এজেন্টরা অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। তারা তাদের অনুসন্ধান এবং সম্ভাব্য অভিযোগ পর্যালোচনার অনুরোধ করছেন।

হ্যামট্রাম্যাক সিটি কাউন্সিলের যে সদস্যদের বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির তদন্ত চলছে সেখানে একাধিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি রয়েছেন বলে জানা গেছে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় জন্য নিয়োজিত।
যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-000-6023

টিউশন!

বাংলাদেশি স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক

শিক্ষাগত যোগ্যতা
- এমএস ছাত্র, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- এমবিএ ইন ফাইন্যান্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- এমএস ইন ফিজিক্স, ঢাকা

দক্ষতা
- অংক ও পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে
- বাংলা ও ইংরেজিতে পারদর্শী, যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে, বিশেষ করে যেসব ছাত্র বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছে এবং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে

যোগাযোগ
929-281-4654

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাতে ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি সম্পূর্ণ বেসমেন্ট এখন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬৫১-৭১৮৮, ৯১৭-৬৫১-৯৫২৮

জীবনসংগী খুঁজছি

আমি পঞ্চাশউর্দ্ধো একজন স্বচ্ছল তরুন। এক দশক আমেরিকায় একাকিত্ব উপভোগ করে, এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি পিছুটানমুক্ত একজন তরুনী সহযোদ্ধা খুঁজছি। ইচ্ছে দু'জন মিলে সুন্দর এই পৃথিবীটাকে সাধ্যমতো ঘুরে দেখবো। আপনি অথবা আপনার পরিচিত এমন কেউ থাকলে দয়া করে ক্ষুদে বার্তা পাঠান। গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ (929) 519-3551। ই-মেইল: spicevill@myyahoo.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান : Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা : নতুন বা ১/২ বছর
স্থান : Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময় : ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে । 718-675-9305

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা। যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫''। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

কার্ডিফে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা, ফিলিস্তিনে ইসরালি গণহত্যার প্রতিবাদ

সাজেল আহমেদ

বৃটেনের বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন কার্ডিফের উদ্যোগে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা ও ঈদ পুনর্মিলনী এবং ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদ ও ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মজলুম মুসলমানদের হেফাজতে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

ওয়েলফেয়ার সেন্টারে গত মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) দুপুরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শাহজালাল মসজিদের সাবেক সহকারী ঈমাম কারি শাহ মোহাম্মদ তসলিম আলী ও দোয়া পরিচালনা করেন আনজুমানে আল-ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মাওলানা ফারুক আহমেদ।

এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ও অনারারি সেক্রেটারি মোহাম্মদ আসকর আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব আব্দুল মুক্তাদির, কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের সাবেক ট্রাস্টি আব্দুল আহাদ চৌধুরী, শাহজালাল মসজিদের সাবেক সভাপতি আলী আকবর, হাফিজ খায়রুল আলম, ডিরেক্টর নজীর উদ্দীন ও মাহমুদ হোসেইন, আজমল আলী, ইসলাম উদ্দিন, রমজান আলী উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, ‘বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে ঈদুল ফিতর। ঈদ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি ভুলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈদ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। বিশ্ব হোক শান্তিময়। চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ হোক, বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত হোক।’

বক্তারা আরও বলেন, ‘ফিলিস্তিনে ইসরাইলের গণহত্যা সব মানবতা ও নৃশংসতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জিহাদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কথিত মানবাধিকারের ধাপ্পাবাজ আমেরিকা আজ ইসরাইলের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।’

নাইট ক্লাবের ছাদ ধসে নিহত ৭৯

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

উত্তর আমেরিকার ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ ডমিনিকান রিপাবলিকে নাইট ক্লাবের ছাদ ধসে ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে আরও দেড় শতাধিক। গতকাল মঙ্গলবার দেশটির রাজধানী সান্তো দমিঙ্গোয় স্থানীয় সময় মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন প্রাদেশিক গভর্নর এবং মেজর লিগ বেসবলের সাবেক পিচার অক্তাভিও দোতেল।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন দোতেল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সান্তো দমিঙ্গোর ব্যস্ততম নাইটক্লাব জেট সেটে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রুবি পেরেজের কনসার্ট চলছিল। রুবি পেরেজও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছিলেন। পরে তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন তাঁর মেয়ে।

কনসার্ট দেখতে ক্লাবটিতে কয়েক শ মানুষ জড়ো হয়েছিল। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো বহু মানুষ চাপা পড়ে আছে। চার শতাধিক উদ্ধারকর্মী কাজ করছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ।

এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট লুইস আবিনাদের। জেট সেটে নিয়মিতই জনপ্রিয় সব শিল্পীরা পারফর্ম করেন।

গণহত্যা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি সিলেট মেডিকেল কলেজের

সিলেট অফিস

৯ এপ্রিল, সিলেট মেডিকেল কলেজ গণহত্যা দিবস। আজকের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢুকে গুলি করে হত্যা করে ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ, ডা. শ্যামল কান্তি লালাসহ ৯ জনকে। এই বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। ৯ এপ্রিল বুধবার বিকাল ৩টায় সিলেট নগরীর চৌহাট্টাস্থ শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন নাগরিক মৈত্রী, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা), সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশন, যুব ইউনিয়ন সিলেট জেলা কমিটি, শহীদ পরিবারের সদস্যসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পূর্বে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নাগরিক মৈত্রী'র আহবায়ক অ্যাডভোকেট সমর বিজয় সী শেখরের সভাপতিত্বে ও অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মনির উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. জিয়াউর রহমান চৌধুরী, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট এমাদউল্লাহ শহীদুল ইসলাম শাহীন, পরিবেশ ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাস্টের সভাপতি ও ধরার আহবায়ক ডা. মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী বাহার।

এসময় বক্তারা সিলেট মেডিকেল কলেজ গণহত্যার স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে সিলেট শহরে চলছিল প্রচণ্ড যুদ্ধ। পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটায় কিছুদিনের জন্য মুক্ত সিলেটের জেল ভেঙে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কয়েদিকে ছাড়ানো হলো। সবাই তখন কারফিউ ভাঙার কারণে সিলেট ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে লাগলেন। তখন পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ আহত মানুষ দিয়ে সিলেট মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। মেডিকেল কলেজের সার্জারির প্রধান অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালটিকে কয়েক দিন থেকে সারাক্ষণ আগলে ধরে আছেন। সবাই চলে গেছে শুধু একজন তরুণ ডাক্তার শ্যামল কান্তি লালা তার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে রেখে কোথাও যাবেন না। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার কোরবান আলী সারাক্ষণ আহত মানুষকে তুলে আনছেন। নার্স মাহমুদুর রহমান আর ওয়ার্ড বয় মুখলেসুর রহমান অপারেশন থিয়েটারে আর ওয়ার্ডে অধ্যাপককে সহায়তা করতে ব্যস্ত। ডা. শামসুদ্দিন বিপদ বুঝে আগেই অন্য নার্সদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ৯ এপ্রিল শহরে ঢুকেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রবেশ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে নিয়ে আসে অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমেদ ও তার সহকর্মীদের আর কিছু রোগীদের। তারপর সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভেতরেই গুলি করে তাদের হত্যা করে। সেদিন সেই গণহত্যার সাক্ষী ছিলেন মারা যাবার ভান করে পড়ে থাকা গুলিবিদ্ধ ওয়ার্ড বয় মুখলেসুর রহমান।

এসময় বক্তারা আক্ষেপ করে বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশতক পার হলেও এই গণহত্যার কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় এই স্বীকৃতি না দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যা আমাদের জন্য লজ্জার। অবিলম্বে এই গণহত্যার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবী জানান তারা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে উপস্থিত ছিলেন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মনির হেলাল, শহীদ পরিবারের সদস্য ফরিদা নাসরীন, সমাজকর্মী রোমেনা বেগম রোজি, রেজাউল কিবরিয়া লিমন, অ্যাডভোকেট সুদীপ্ত অর্জুন, অ্যাডভোকেট অরূপ শ্যাম বাপ্পী, অ্যাডভোকেট হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, অ্যাডভোকেট গোলাম সোবহান চৌধুরী দীপন, অ্যাডভোকেট মোস্তাকিম আহম্মদ কাওছার, অ্যাডভোকেট নিরঞ্জন দাশ খোকন, প্রভাষক রাজীব দে চৌধুরী, প্রভাষক ফজলে রাব্বি চৌধুরী, পার্থ সারথী টিটু, বি এইচ আবীর, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন সিলেট কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট বিদ্যুৎ কুমার দাশ বাপন, সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য শুভ্র দে, মোজাম্মেল হোসেন, সাংবাদিক শাকিলা ববি প্রমুখ।

এটিএফ থেকে ক্যাশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের আর্মি সেক্রেটারি ড্যানিয়েল ড্রিসকোল।

এফবিআইয়ের নতুন পরিচালক পদ নিশ্চিত হওয়ার পর ক্যাশ প্যাটেলকে এটিএফের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক করছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এটিএফের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন প্যাটেল। এর তিনদিন আগে প্যাটেল এফবিআইয়ের প্রধান হয়েছিলেন।

এটিএফের নেতৃত্বে সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়ে রয়টার্স প্রথম খবর প্রকাশ করেছিল্ তবে বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এখনো প্রকাশ্যে কিছু জানায়নি। বুধবার বিকেল পর্যন্ত এটিএফের ওয়েবসাইটে প্রধান হিসেবে প্যাটেলের নাম ও ছবি ছিল।

ক্যাশ প্যাটেল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে তাঁকে এটিএফের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক করা হয়েছিল। এ সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের আগ্নেয়াস্ত্র–সংক্রান্ত আইন কার্যকর করে থাকে।

এটিএফ প্রধান হিসেবে ক্যাশ প্যাটেলের মনোনয়নের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন ডেমোক্র্যাট নেতারা ছাড়াও মধ্যপন্থী দুজন রিপাবলিকান নেতা।

বাংলাদেশী কমিউনিটির

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানান: "আপনাদের তরুণদেরকে সরকারি পদে, পুলিশ বিভাগে এবং ব্যবসায় নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করুন। ভোটার হোন, প্রার্থী হোন। আপনাদের প্রতিনিধিত্ব আপনাদেরই করতে হবে।" তিনি নন-প্রফিট সংস্থা, বয়স্ক সেবা ও যুব কর্মসূচি পরিচালনায় স্বাবলম্বিতা অর্জনের ওপরও জোর দেন।

তিনি বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের COVID-19 মহামারীর সময়ের অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং শহরের পুনর্গঠনে তাদের ভবিষ্যত ভূমিকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। "এই শহর আপনাদেরকে প্রয়োজন," বলেন তিনি, "যেমন আপনাদেরও আমাদের প্রয়োজন। এটি একটি পারস্পরিক সম্পর্ক।"

অনুষ্ঠানের শেষে মেয়র অ্যাডামস বাংলাদেশী তরুণদের প্রতি আশার বাণী শোনান: "আমি যদি নিউ ইয়র্কের মেয়র হতে পারি, আপনিও পারবেন। একদিন এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেউ বলবে, 'আমি এই শহরের প্রথম বাংলাদেশী মেয়র!'" তার এই মন্তব্য উপস্থিত জনতাকে উদ্দীপ্ত করে।

"আসসালামু আলাইকুম," বলে মেয়র তার বক্তব্য শেষ করলে উপস্থিত বাংলাদেশী নেতা, কর্মী ও তরুণদের মধ্যে জোরালো করতালি ধ্বনিত হয়। এই অনুষ্ঠান শহরের বৈচিত্র্য ও অভিবাসী সম্প্রদায়ের শক্তিকে পুনর্ব্যক্ত করে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রায় কয়েক লাখ বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নাগরিক বসবাস করেন, যাদের বেশিরভাগই ব্রুকলিন, ব্রংকস ও কুইন্সে ব্যবসা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে শহরের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। মেয়র অ্যাডামসের এই উদ্যোগ সম্প্রদায়ের সাথে শহর প্রশাসনের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

'মুজিববর্ষ' ও ম্যুরাল ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদক

ঢাকা ডেস্ক

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ ' পালন এবং তাঁর ১০ হাজারের বেশি ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। দুদকের মহাপরিচালক জানান, 'মুজিববর্ষ' ও 'ম্যুরাল' নির্মাণে দুর্নীতির অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানাসহ সংশ্লিষ্টদের দুর্নীতি খতিয়ে দেখছে দুদক। এরই ধারাবাহিকতায় একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে ।

এ বিষয়ে দুদকের চিঠিতে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' পালন এবং তাঁর ১০ হাজারের বেশি ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণ করে ওই অর্থ অপচয় ও ক্ষতিসাধনের অভিযোগ রয়েছে। চিঠিতে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি এবং বিভিন্ন সময়ে জারি করা সার্কুলার অনুযায়ী অভিযোগটির অনুসন্ধানকাজ সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে কোনো ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করতে অথবা কোনো সম্পদ-সম্পত্তি ক্রোক করতে হলে তা অনতিবিলম্বে জানাতে বলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে শেখ হাসিনা , রেহানার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা করেছে দুদক ।

ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে ফ্রান্স

নিউজ ডেস্ক

আগামী জুন মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের কনফারেন্সে ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করতে পারে ফ্রান্স। এমনটা জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো।

৯ এপ্রিল বুধবার ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স-৫ টেলিভিশনে এক বক্তব্যে তিনি এ কথা জানিয়েছেন।

ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো বলেন, 'আমাদের অবশ্যই (ফিলিস্তিনকে) স্বীকৃতির দিকে যেতে হবে এবং এটি আমরা কয়েক মাসের মধ্যেই করব। আমাদের লক্ষ্য হলো জুনে সৌদি আরবের সঙ্গে জাতিসংঘের কনফারেন্সে নেতৃত্ব দেওয়া। যেখানে আমরা একাধিক দেশের নেতাদের সঙ্গে বসে ফিলিস্তিনিকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করতে পারব।'

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি কাউকে খুশি করার জন্য এটি করছি না। আমি এটি করব, কারণ আমি মনে করি এক সময় এটি সঠিক হবে এবং আমি একটি যৌথ গতিশীলতাতে যুক্ত হতে চাই, যেটিতে যারা ফিলিস্তিনিকে সমর্থন করেন, তারা এর বদলে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেবেন। যেটি তাদের অনেকেই করেন না।'

এদিকে ফ্রান্সের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভার্সেন আঘাবেকিয়ান শাহিন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনকে ফ্রান্সের স্বীকৃতি 'ফিলিস্তিনের অধিকার রক্ষা এবং দ্বিরাষ্ট্র নীতির দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ হবে।'

ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরেই ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মতামত দিয়ে আসছে। তবে তারা বিষয়টিতে এতদিন আনুষ্ঠানিকভাবেই সমর্থন জানিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স যদি ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে এটি তাদের পররাষ্ট্র নীতির বড় পরিবর্তন হবে।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রান্স ফিলিস্তিনিকে স্বীকৃতি দিলে ক্ষুব্ধ হতে পারে ইসরাইল। কারণ তারা দাবি করছে, এখনই ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত হবে অপরিপক্ক।

ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল

শেষ পৃষ্ঠার পর

কথা জানায় দেশটির সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিআইসি)।

২০২০ সালের জুনে চালু করা এই সুবিধার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ভুটান, নেপাল ও মিয়ানমারে রপ্তানি পণ্য ভারতের স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দর ব্যবহার করে পাঠানো হতো।

সিবিআইসির নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। তবে এরই মধ্যে ভারতে প্রবেশ করা কার্গোগুলোকে পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় ভূখণ্ড ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হবে।

ভারতের পোশাক রপ্তানিকারক সংগঠনসহ (এইপিসি) একাধিক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে দেওয়া এই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছিল। তাদের অভিযোগ, প্রতিদিন ২০-৩০টি বাংলাদেশি ট্রাক দিল্লির এয়ার কার্গো কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে, ফলে ভারতের রপ্তানি পণ্য পরিবহনে সমস্যা হয়। অতিরিক্ত পণ্যের ফলে বিমান পরিবহনে জায়গার সংকট তৈরি হয় এবং পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়। তারা অভিযোগ করেছে, এসব কারণে বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতাও কমে যাচ্ছে।

এইপিসির চেয়ারম্যান সুধীর সেখরি বলেন, 'বাংলাদেশের পণ্য আসার ফলে অতিরিক্ত ভাড়া, দীর্ঘ সময় ও পণ্য প্রসেসিংয়ে জট তৈরি হচ্ছিল। ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। তাই আমরা এই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল চেয়েছি।'

সংগঠনটির মহাসচিব মিথিলেশ্বর ঠাকুর বলেন, 'সিবিআইসির এই সিদ্ধান্ত বিমানবন্দরের জট কমাবে, রপ্তানির সময় কমাবে এবং আমাদের পরিবহন ব্যয় অনেক কমিয়ে আনবে।'

তবে বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধাক্কা। থিংকট্যাংক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের (জিটিআরআই) প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব জানান, বাংলাদেশের জন্য ভারতের এই সিদ্ধান্ত রপ্তানি ও আমদানি কার্যক্রমে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, 'আগের ব্যবস্থায় ভারতে ট্রানজিট নিলে সময় ও খরচ—উভয়ই কমত। এখন সেই সুযোগ না থাকায় বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের জন্য পণ্য পাঠাতে দেরি হবে, খরচ বৃদ্ধি এবং অনিশ্চয়তাও দেখা দেবে। একই সঙ্গে ভুটান ও নেপালের মতো দেশগুলোর মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হতে পারে; কারণ, এই সিদ্ধান্ত তাদের বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করবে।'

এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। কারণ, ডব্লিউটিও সদস্যরাষ্ট্রগুলো স্থলবেষ্টিত দেশগুলোকে ট্রানজিট সুবিধা দিতে বাধ্য।

অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, 'ডব্লিউটিওর নিয়ম অনুযায়ী, সব সদস্যরাষ্ট্রকে স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর জন্য ট্রানজিটের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের ট্রানজিট বাধাহীন হতে হবে, অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বা শুল্ক আরোপ করা যাবে না। যেহেতু উভয় দেশই ডব্লিউটিওর সদস্য, তাই ভারতের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।'

তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, চীনকে পাশে নিয়ে বাংলাদেশ 'চিকেনস নেক' অঞ্চলের কাছে কৌশলগত ঘাঁটি নির্মাণের যে পরিকল্পনা করছে, তা-ই হয়তো ভারতের এমন সিদ্ধান্তের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সময় হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন বেড়েছে।

প্রসঙ্গত, স্থলপথে বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানে পণ্য যায়। বাংলাদেশের পণ্য নেপাল ও ভুটানে রপ্তানির সময় ভারতের ভূখণ্ড পাড়ি দিতে হয়। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের ভূখণ্ড দিয়ে নেপাল ও ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত পণ্যের যানবাহন (ট্রাক) পরিবর্তন করা হয়। ট্রান্সশিপমেন্টের এই সুবিধা ভারত এখন থেকে বাংলাদেশকে দেবে না।

এরিক অ্যাডামস স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পুনঃনির্বাচনে দাঁড়াবেন

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস আগামী মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পরিবর্তে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ১০১০ ডব্লিউআইএনএসে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এই সিদ্ধান্ত নিউইয়র্কের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত করেছে।

অ্যাডামস, যিনি ২০২১ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হয়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি তার এই সিদ্ধান্তের পেছনে দলীয় রাজনীতির সীমাবদ্ধতা ও সিটি প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'নিউইয়র্কবাসীর স্বার্থে আমাকে সব দলীয় চাপের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে। স্বতন্ত্র হিসেবে আমি আরও নমনীয়ভাবে নীতিনির্ধারণ করতে পারব।'

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একাংশ নেতা অ্যাডামসের এই সিদ্ধান্তকে 'অপছন্দের লক্ষণ' হিসেবে দেখছেন। এক জ্যেষ্ঠ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'এটি দলীয় ঐক্যের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।'

রিপাবলিকান প্রার্থী ও প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটরা দাবি করেন, অ্যাডামসের এই পদক্ষেপ তার প্রশাসনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, আবাসন সংকট ও শিক্ষাখাতে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত থেকে মনোযোগ সরানোর কৌশল মাত্র।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. লিসা রদ্রিগেজ বলেছেন, 'স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হওয়া নিউইয়র্কে কঠিন। কিন্তু অ্যাডামসের জাতিগত সম্প্রীতি ও আইন-শৃঙ্খলা ইস্যুতে জনসমর্থন তাকে সাহায্য করতে পারে।'

তার আমলে শহরের সহিংসতা হ্রাস, নিম্নআয়ের পরিবারের জন্য সহজ শর্তে আবাসন প্রকল্প ও সরকারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। যদিও অভিবাসী সংকট মোকাবিলায় ধীরগতি, শিক্ষা বাজেট কাটছাঁট ও নৈতিকতা কমিশনের সাথে দ্বন্দ্ব নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।

২০২৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের জন্য অ্যাডামস ইতিমধ্যে 'নিউইয়র্কার্স ফার্স্ট' নামে একটি নতুন ক্যাম্পেইন প্ল্যাটফর্ম উন্মোচন করেছেন। তার এজেন্ডার মূল বিষয়গুলো হল অপরাধ নিয়ন্ত্রণে টেকনোলজির ব্যবহার বাড়ানো। সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসনের লক্ষ্যে ৫০ হাজার নতুন ইউনিট নির্মাণ ও সরকারি স্কুলে শিক্ষার মান উন্নয়নে বিনিয়োগ।

নিউইয়র্ক সিটিতে শেষ বার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন মাইকেল ব্লুমবার্গ (২০০১-২০১৩)। অ্যাডামস যদি জয়ী হন, তাহলে তিন দশকের মধ্যে তিনিই হবেন প্রথম স্বতন্ত্র মেয়র।

মারকুইস হুস হুতে অন্তর্ভুক্ত হলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতা এবং সম্প্রদায়কে একত্রিত করার দক্ষতা তাঁকে অপরিহার্য নেতা করে তুলেছে।

২০০৭ সালে, ডাক্তার আনিস ইউনিসেফ ভারত যোগ দেন, যেখানে তিনি ৭ হাজার জন কমিউনিটি কর্মী নিয়ে একটি সামাজিক মোবিলাইজেশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা করেছিলেন- যা দক্ষিণ এশিয়া থেকে পোলিও নির্মূল করতে সহায়ক ছিল। ২০১৬ সালে, তিনি আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, নাইজেরিয়ায় দেশটির পোলিও প্রোগ্রাম পুনরুজ্জীবিত করেন। প্রবল বাধার বিরুদ্ধে তার নেতৃত্ব নাইজেরিয়াকে ২০১৮ সালে পোলিও-মুক্ত অবস্থায় পৌঁছে দেয় এবং ২০২০ সালে আফ্রিকা পোলিও-মুক্ত শংসাপত্র লাভ করে- যা আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য অর্জন।

ডাক্তার আনিসের প্রভাব শুধুমাত্র পোলিও নির্মূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি টিকা সমতার একজন নেতা হিসেবে আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বের সবচেয়ে অবহেলিত জনগণের কাছে জীবন রক্ষাকারী টিকা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা পরিচালনা করেছেন, বিশেষত ভঙ্গুর ও সংঘাত-প্রবণ অঞ্চলে। তার অবিচলিত প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছে যে, সঙ্কটের মুখেও, শিশুদের প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান অব্যাহত থাকে। ইউনিসেফে, তিনি একটি নিবেদিত দলকে নেতৃত্ব দেন যারা সর্বাধিক প্রান্তিক সম্প্রদায় গুলোর কাছে- যারা সম্পূর্ণরূপে টিকা কর্মসূচির বাইরে ছিল "জিরো ডোজ" উদ্যোগের মাধ্যমে পৌঁছানোর জন্য কাজ করছেন, বিশেষ করে লিঙ্গ সমতার উপর জোর দিয়ে।

তার নিষ্ঠা তাকে বহু পুরস্কারে ভূষিত করেছে, যার মধ্যে পল হ্যারিস ফেলো পুরস্কার এবং নাইজেরিয়ার সরকারের বিশেষ স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, ডাক্তার আনিসের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো এই ধারণা যে, তার কাজের কারণে শিশুদের জীবন সুস্থ এবং প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে মুক্ত হয়ে বেড়ে উঠবে।

পাবলিক হেলথের বাইরে, ডাক্তার আনিসের আরেকটি অনুরাগ রয়েছে- কবিতা। একজন পেশাদার কবিতা আবৃত্তিকার, তিনি শব্দের ছন্দে প্রশান্তি এবং অভিব্যক্তি খুঁজে পান, ঠিক যেমন তিনি পরিবর্তনের ছন্দে উদ্দেশ্য খুঁজে পান। মানবিক কাজে তার প্রতিশ্রুতি তার পরিবারেও প্রতিফলিত হয়েছে। তার জীবনসঙ্গী একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। তার সন্তানেরাও মানবিক কাজে সবসময় তাদের পাশেই থাকেন।

প্রতিটি শিশু টিকা পেলে, প্রতিটি সম্প্রদায় শক্তিশালী হলে এবং প্রতিটি জীবন বাঁচানো হলে, আনিসের যাত্রা অব্যাহত থাকে। তার গল্প শুধুমাত্র অর্জনগুলির নয়, বরং মানবতার প্রতি গভীর এবং অবিচলিত প্রতিশ্রুতির গল্প।

ওয়ারেন সিটিতে সীমাহীন গাঁজা বিক্রির অনুমোদন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের ওয়ারেন সিটির কিছু বাসিন্দাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সিটি কাউন্সিল একটি অধ্যাদেশ পাশ করেছে; যাতে ওয়ারেন সিটিতে বিনোদনমূলক গাঁজা বিক্রি করা যায়।

মিশিগানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ওয়ারেন সিটিতে গত মঙ্গলবার (১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় এই অধ্যাদেশটির মাধ্যমে শহরে সীমাহীন পরিমাণে বিনোদনমূলক খুচরা গাঁজা বিক্রির প্রতিষ্ঠানের (ডিসপেনসারি) অনুমতি দেয়। এতে ওয়ারেনের বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে সিটি কাউন্সিলের আইনজীবী জেফ্রি শ্রোডার বলেছেন যে, জোনিং নিয়ম দ্বারা এগুলি সীমাবদ্ধ থাকবে।'

ওয়ারেনের একজন বাসিন্দা বলেন, 'কাউন্সিল সদস্যদের 'ওয়ারেনের বাসিন্দারা কী চান' তা বিবেচনা করতে হবে এবং তিনি বলেন 'ব্যক্তিগতভাবে, আমি এখানে সীমাহীন ডিসপেনসারি চাই না।'

সিটি কাউন্সিল ৫-২ ভোটে অধ্যাদেশটি অনুমোদন করেছে। কাউন্সিলম্যান ডেভ ডোয়ায়ার ও হেনরি নিউনান এতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

সিটি কর্মকর্তারা বলছেন যে, তারা মেডিকেল মারিজুয়ানা আবেদনকারীদের জড়িত কয়েক বছরের মামলার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করছেন। সভায় প্রায় এক ডজন বাসিন্দা এই অধ্যাদেশের বিরোধিতা করেন, কেউ কেউ 'সীমাহীন' ভাষা ও গাঁজার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে সভায় অর্ধ ডজনেরও বেশি মানুষ আইনটির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন।

সভায় জেফ্রি শ্রোডার বলেন, 'বিনোদনমূলক গাঁজা সুবিধাগুলি 'সম্পূর্ণ সীমাহীন নয়'। এগুলি অবশ্যই শিল্প বা ভারী বাণিজ্যিক অঞ্চলে থাকতে হবে এবং এগুলি স্কুলের লট লাইন থেকে কমপক্ষে ১ হাজার ফুট এবং আবাসিক লট লাইন, পরিকল্পিত ইউনিট উন্নয়ন, গ্রন্থাগার, পার্ক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ৫০০ ফুট দূরে থাকতে হবে। এর অর্থ হল এগুলি কেবল শহরের 'খুব সীমিত এলাকায়' অনুমোদিত।'

২০১৯ সালে ওয়ারেনে ৬০ জনেরও বেশি আবেদনকারী মেডিকেল মারিজুয়ানা সরবরাহ কেন্দ্রের লাইসেন্স চেয়েছিলেন এবং শ্রোডারের মতে, শহরের মারিজুয়ানা পর্যালোচনা কমিটি ১৫ জনকে বেছে নিয়েছিল। বেশ কয়েকটি পক্ষ মামলা করেছে, এই অভিযোগে যে পর্যালোচনা কমিটি গোপনে বৈঠক করে মিশিগানের উন্মুক্ত সভা আইন লঙ্ঘন করেছে। শ্রোডার বলেন, 'মিশিগান সুপ্রিম কোর্ট শেষ পর্যন্ত রায় দিয়েছে যে, প্যানেল আইন লঙ্ঘন করেছে।'

ওয়ারেনের আরেকজন বাসিন্দা বলেন, 'কাউন্সিল সদস্যরা যদি অতিরিক্ত রাজস্বের উৎস খুঁজেন, তাহলে তারা যেন অন্যান্য শহরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে রাজস্ব বৃদ্ধি বা খরচ কমানোর অন্যান্য উপায় খুঁজতে পারেন।'

মিশিগানে শিশু নিপীড়নের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ইশতিয়াক রুপু

১৩ ও ১৬ বছরের অপ্রাপ্তবয়স্কা শিশুদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মিশিগানের ফিন্ট শহরের ডেবিড রায়ান সিম্পসন (৩৪) নামের যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। যা ২০২৫ সালের ২ মে থেকে শুরু হবে।

জানা যায়, যৌন নিপীড়নের শিকার শিশুদের মায়ের সঙ্গে অভিযুক্ত ডেবিড বিগত ৬ বছর ধরে মেলামেশা করে আসছিলেন। শিশুদের ১০ বছর পূর্তির পূর্বে ও অভিযুক্ত রায়ান প্রশ্নসূচক অস্বাভাবিক আচরণে যুক্ত ছিলো।

স্পর্শকাতর বিষয়টি ২০২২ সালে অভিভাবকদের গোচরে আসে, যখন শিশুদিবস তাদের এক বন্ধুর নিকট যৌন নিপীড়নের বিষয়টি তথ্য দেয়। কোর্ট থেকে প্রাপ্ত নথি থেকে আরও জানা যায়, শিশুদের বায়োলজিকেল পিতার নিজস্ব গাড়ির পিছনের সিটে বসে শিশু দুইজন সিম্পসন কর্তৃক যৌন নিপীড়ন সম্পর্কিত তথ্য পিতাকে জানায়। যা শুনা মাত্র শিশুদের মাতা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের নজরে আনেন। কোর্ট কর্তৃপক্ষের জেরার মুখে অভিযুক্ত সিম্পসন জানায়, শিশুদের যৌন নিপীড়নের পূর্বে তাদের মারিজুয়ানা ও নেশা বস্তু গ্রহণে বাধ্য করে।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পালিত হলো 'রাম নবমী'

আটলান্টিক কাউন্টি

সুব্রত চৌধুরী

প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের আয়োজনে আটলান্টিক কাউন্টির এবসিকন শহরের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব 'রাম নবমী'।

৬ এপ্রিল বিকেল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে ভক্তদের আগমনে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পূজা অর্চনা, রামায়ণ পাঠ, তুলসী মালা জপ, ভজন, কীর্তন ও কথামালা।

অনুষ্ঠানে প্রদীপ দে ও সুমন মজুমদার 'রাম নবমীর মাহাত্ম্য' নিয়ে বক্তব্য রাখেন, এবং সজল চক্রবর্তী আবেগঘন পরিবেশে পাঠ করেন হনুমান চল্লিশা। উৎসবে অংশগ্রহণ করেন সুমন মজুমদার, দীপংকর মিত্র, আন্না মিত্র, প্রদীপ দে, সজল চক্রবর্তী, লিটন ধর, সুনীল দাশ, বিউটি দাশ, প্রভিন ভিগ, পিকলু দাশ, গঙ্গা সাহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ান পর্যটককে জেএফকে থেকে ফেরত

বিশেষ প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা এক পর্যটককে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে মার্কিন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

দি সিডনি মর্নিং হেরাল্ড-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিডনি থেকে সরাসরি নিউইয়র্কে না এসে হংকং হয়ে ভ্রমণ করার যৌক্তিক ব্যাখ্যা না দিতে পারায় মার্কিন কর্মকর্তারা ওই পর্যটকের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেন। এতে তার প্রায় ১৫ হাজার ডলারের ক্ষতি হয়। কারণ তিনি ফ্লোরিডা থেকে সমুদ্রগামী একটি বিলাসবহুল জাহাজে বুকিং দিয়েছিলেন, যার সফরটি তিনি শেষ পর্যন্ত করতে পারেননি।

জেএফকে বিমানবন্দরে ওই পর্যটককে তিন দফায় প্রায় আট ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা সব ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এমনকি ব্যক্তিগত ল্যাপটপও খতিয়ে দেখা হয়।

ক্যাথে প্যাসিফিকের ফ্লাইটে হংকং হয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছানোকে 'স্বাভাবিক রুট নয়'—এমন সন্দেহ থেকেই মার্কিন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করেন।

শোক সংবাদ ও জরুরি মানবিক সাহায্যের আবেদন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নেত্রকোণার সন্তান প্রভাস দত্ত রানার পিতা প্রদীপ রঞ্জন দত্ত গত ২৯ মার্চ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। সে একজন আমেরিকান ভেটেরানস। বর্তমানে তাঁর মৃতদেহ স্থানীয় কপোলা মিলিয়র ফিউনারেল চ্যাপেলে সংরক্ষিত রয়েছে।

নেত্রকোণায় বসবাসরত তাঁর সহধর্মিণী এই বিয়োগান্তের সংবাদে এক দিকে যেমন বাকরুদ্ধ ঠিক অন্যদিকে তাঁর স্বামীর মৃতদেহ নিজ জন্মস্থান নেত্রকোণায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্তেষ্ঠিক্রিয়া সম্পন্ন করার মানসে মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। এই প্রবাসে তার নিকট আত্মীয় বলতে গেলে কেউ নেই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই প্রবাসে বসবাসরত সব নেত্রকোণাবাসী প্রবাস দত্ত রানার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

ফিউনারেল, স্থানীয়ভাবে অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন বা বিমানযোগে মরদেহ পাঠানোর খরচসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করার নিমিত্তে হৃদয়বান সব গুণগ্রাহী বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে। যে চারজন ব্যক্তি যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারা হলেন লিটন চৌধুরী (৩৪৭-২৩৩-৯৮৪৭), মফিদুল ইসলাম খান রিপন (৩৪৭-৮৮৫-৫৪৩৭), পিটু তালুকদার (৯২৯-২৪৮-২০৫৩) ও বিপ্লব রায় (৯১৭-৩৭৯-০৩৭৯)। তাদেরকে সার্বিক সহযোগীতা করছেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএর ইনকের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ভাই।

মানবিক সাহায্যের জন্য লিটন, রিপন, পিটু অথবা বিপ্লব যে কোন একজনের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি

নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স

E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।

আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com

(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

‘জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভালো’-কাঁদছে গাজা

রোমেনা রোজী

গাজার আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা। বিস্ফোরণের প্রতিটি শব্দ যেন আকাশকে ফুঁড়ে চিৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছে এখানে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানুষের আর্তনাদ বাতাসে মিশে গেছে। এক মায়ের কণ্ঠ ভেসে আসছে, আমার বাচ্চাকে বাঁচান। কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন? কিন্তু এখানে কেউ কারও কান্না শোনে না। এখানে কান্নার চেয়ে বড় শব্দ হলো ক্ষেপণাস্ত্রের গর্জন।

ক্লান্ত শরীরে একটু বিশ্রামের আশায় যে পরিবার শুয়ে পড়েছিল কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে তারা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একটি শিশুর ছোট্ট হাত ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বেরিয়ে আছে; কিন্তু তার শরীরের আর কোনো অংশ নেই। এটা যুদ্ধ না, এটা নিছক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়াই না। এটা একপাক্ষিক গণহত্যা।

এক ফিলিস্তিনি সাংবাদিক তার দেখা ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনায় বলেন , আমি ধ্বংসস্তূপের নিচে লাশের সারি দেখেছি, কিছু লাশ এতটাই ছিন্নভিন্ন যে চেনার উপায় নেই। একটা শিশুর কেবল মাথাটুকু খুঁজে পাওয়া গেছে। এটা কি কোনো সভ্যতার পরিচয় বহন করে? গাজার শিশুরা কোথায় যাবে? সমস্ত শিশুর স্বপ্ন এখানে এক ধ্বংসস্তূপ।

গাজায় থেমে নেই মৃত্যুর মিছিল। ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বর্বর হামলায় প্রতিদিনই বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা। এখন আর হিসেবের সংখ্যায় থেমে নেই। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৫০ হাজার ২০৮ ছাড়িয়েছে, আহত হয়েছেন ১ লাখ ১৩ হাজার ৯১০ জন। তবে গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস বলছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো হাজারও মানুষ আটকা থাকায় প্রকৃত সংখ্যা ৬১ হাজার ৭০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা হাজার হাজার নিখোঁজকে মৃত ধরে নেওয়া হচ্ছে।

ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সীমানা রেখা অতিক্রম করেছে গাজায়। এদিকে গাজায় মানবিক সংকট চরমে পৌঁছেছে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সতর্ক করেছে যে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি তীব্র খাদ্যসংকট ও অপুষ্টির শিকার হচ্ছেন। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ জানিয়েছে, সময়মতো গাজায় ত্রাণও প্রবেশ করতে পারেনি।

১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে সংঘাত চলছে গাজায়।

২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে আক্রমণের পর থেকে এই সংঘাতের শুরু হয়েছিল। হামাসের ওই হামলায় প্রায় ১২০০ মানুষ নিহত হন এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়। এর প্রতিশোধ নিতে গাজায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ইসরায়েল। সেখানে মানবিক সংকট এখন প্রকট আকার ধারণ করেছে।

গাজায় শিশু ও বেসামরিক মানুষের লাশের সারি প্রতিনিয়ত দীর্ঘ হচ্ছে। চারদিকের ধ্বংসস্তূপ, স্বজন হারানো মানুষের কান্না ও দগ্ধ শহরের ছায়ায় গাজার বাতাসে এখন যেন শ্বাস নেওয়াও কঠিন। গাজা উপত্যকাটি এখন ইতিহাসের এক নজিরবিহীন নির্মমতা ও নিঃশংসতার সাক্ষ্য বহন করছে। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে যেন প্রতিটি বাড়িই এখন কবরস্থান। প্রতিদিনের হামলা আর ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই কাটছে মানুষের দিনরাত। কোথাও নিরাপত্তা নেই— যেখানেই থাকুক, সেখান থেকেই চলে যেতে হয়। ঘুমিয়ে পরলে নিশ্চিত হওয়া যায় না, পরের দিন আর জেগে উঠতে পারবে কিনা।

গেল মার্চে যুদ্ধবিরতির শর্ত ভঙ্গের পর থেকে ইসরাইলি হামলা আরও তীব্র হয়েছে। দক্ষিণ গাজায় রাফাকে বিচ্ছিন্ন করতে তৈরি করা হয়েছে একটি নিরাপত্তা করিডোর, মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত সেনা। জীবন বাঁচাতে মানুষ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু উপত্যকার ৩৬০ বর্গ কিলোমিটারজুড়ে এখন আর কোথাও নেই নিরাপদ আশ্রয়।

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় সর্বশেষ যুদ্ধবিরতি ভেস্তে যাওয়ার পর থেকেই আবারও অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। যতই দিন গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে হামলার তীব্রতা। দখলদার বাহিনীর নির্বিচার হামলায় গাজায় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। তার উপর অবরুদ্ধ ভূখণ্ডটির প্রায় সবগুলো হাসপাতাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় চিকিৎসাও পাচ্ছেন না আহতরা। যে কয়টি হাসপাতাল কোনরকমে টিকে আছে, সেগুলোতেও অবশিষ্ট নেই কোনও জায়গা। ফলে, চিকিৎসার অভাবে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন আরও শত শত ফিলিস্তিনি।

ইসরায়েলি বর্বর হামলায় সবচেয়ে বেশি নৃশংসতার শিকার হচ্ছে গাজার নারী ও শিশুরা। জাতিসংঘ বলছে, গত ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করার পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ শিশু হতাহত হচ্ছে গাজায়। খবর আল জাজিরার। প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) প্রধান ফিলিপ লাজারিনি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং মানবিক সংকট চরমে পৌঁছেছে। হাজার হাজার শিশু হাত-পা হারিয়েছে এবং তারা চরম মানসিক ট্রমার ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ইসরাইলি হামলায় ‘বসবাস অযোগ্য’ হয়ে গেছে রাফাহ। দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে ইসরাইলের ভয়াবহ হামলা মানবিক বিপর্যয় এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করেছে। এই হামলা সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনের ওপর সব দিক থেকেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে জানিয়েছে গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস।

রাফাহ শহরে আর একজন ও বেঁচে নেই। ১ লাখ ১৭ হাজার মানুষের একটা শহর রাফাহ, সেখানে একটি মানুষও আর নেই। কেউ আর বিশ্ববাসীর কাছে জবাব চাইবেনা, আর কেউ সাহায্য চাইবেনা। বোমার তান্ডবলীলায় পাখির মত উড়ে যাচ্ছে গাজাবাসীরা।

ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে - গাজার অ্যাম্বুলেন্সগুলো পেট্রোল না পেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে , নিরূপায় হয়ে। নিরবতা যেনো তাদের একমাত্র আর্তনাদ।

আজ রাফা'হ মানবশূন্য, রচিত হল বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ কবর। একদিন এই রাফাই আবার জনমানবে বিস্তৃত হবে, শেষ লড়াই টা লড়বে।

গাজায় আজ শুধু ধ্বংস, মৃত্যু আর কান্না— এ যেন এক চলমান গণহত্যা, যার কোন শেষ নেই। প্রতিদিনই অসহায় গাজাবাসীর ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। বিশ্বে নিন্দার ঝড় বইলেও কোনা কিছুই যেন আমলে নিচ্ছে না দেশটি। চলমান এই যুদ্ধ গাজাকে ধ্বংস করেছে। বেশিরভাগ অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলি হামলার মাত্রা এতো বেশি যে, ভূখণ্ডটির জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

একজন বাবা তার মৃত সন্তানের নিথর দেহের পাশে বসে আছে। শিশুটির হাতে আঁকা ছিল একটা ছবি। একটা সূর্য, একটা ঘর আর একটা ছোট্ট পরিবার। কিন্তু সেই ঘর এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই বাবা এখন নিঃস্ব। তার অশ্রু ঝরছে না, কারণ গাজার মানুষ এত কেঁদেছে যে তাদের চোখের পানিও শুকিয়ে গেছে। তিনি শুধু একটাই প্রশ্ন করেছেন-কবে থামবে এই গণহত্যা? ইসরাইল কী চায়?

গাজা পুড়ছে। কিন্তু শুধু গাজা নয়, এই আগুন একদিন পুরো বিশ্বকে গ্রাস করবে। আজ যদি ফিলিস্তিন মুক্ত না হয়, তাহলে মানবতা কোনোদিন মুক্ত হবে না। আজ যদি গাজার শিশুরা বাঁচতে না পারে, তাহলে পৃথিবীর কোনো শিশুই নিরাপদ নয়।

আজ গাজার রাস্তায় শিশুরা কাঁদছে, তাদের বাবা-মা মৃত।

বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হচ্ছে। কারণ গাজার মানুষ শুধু একটা জিনিস চায়-জীবন। গাজার আকাশে আজও আগুনের গোলা উড়ে বেড়াচ্ছে। বাচ্চারা যখন মায়ের কোল জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, তখন ইসরাইলের যুদ্ধবিমান তাদের ঘরগুলো একের পর এক মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। এই নৃশংসতা কেবল গাজার বিরুদ্ধে নয়, এটা মানবতার বিরুদ্ধে নৃশংসতা। এটা মানবতার বিরুদ্ধে এক নির্মম অপরাধ।

ইসরাইলি গণহত্যা ও আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে জানিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে এমনটা হয়েছে উল্লেখ করে সংস্থাটি বলছে, গাজায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা অনেক। ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে কাতর এই শিশুদের অনেকেরই শরীরে কান্না করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অবিরাম বোমাবর্ষণ ও হামলার মধ্যে ফিলিস্তিনিরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেষ বার্তা ও বিদায় চিঠি লিখে রাখছেন। তাদের আশঙ্কা, এবার তারা বাঁচবেন না।

অনেক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী বিশ্ববাসী ও নেতৃবৃন্দকে গাজাবাসীর পক্ষে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরায়েলের অবরোধের কারণে গাজাবাসী শুধু বোমাবর্ষণই নয়, খাদ্য সংকটেরও শিকার হচ্ছেন। এক ফিলিস্তিনি লিখেছেন, ‘মাথার ওপর বোমা, নিচে ক্ষুধা—গাজা আজ ধুঁকছে। আর কতদিন আমরা এভাবে টিকে থাকবো? বিশ্বকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে!’

গাজা উপত্যকায় একের পর এক এলাকা থেকে বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। প্রাণ বাঁচাতে উপত্যকাটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন অসহায় ফিলিস্তিনিরা।

এদিকে গাজায় ইসরায়েলের বোমা হামলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন উপত্যকাটির একজন সাংবাদিক। স্থানীয় সাংবাদিকেরা দাবি করেছেন, ওই ভিডিওতে বোমার আঘাতে মানুষের শরীর কয়েক তলা ভবনের সমান ওপরে ছিটকে পড়তে দেখা গেছে। ভিডিওটি শেয়ার করা সাংবাদিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, ‘শিশুদের আত্মা ও শরীর স্বর্গে পাঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি রকেট ব্যবহার করছে দখলদার ইসরায়েলিরা।’

"তারা গাজায় আবার জাহান্নামের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে," ২৫ বছর বয়সী রমেজ আলামমারিন এএফপিকে ইসরায়েল সম্পর্কে বলেন। গাজা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শিশুদের নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, "মৃতদেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে পড়ে আছে এবং আহতরা তাদের চিকিৎসার জন্য কোনো ডাক্তার খুঁজে পাচ্ছে না।" তিনি এএফপিকে বলেন, "তারা ওই এলাকার একটি ভবনে বোমা হামলা চালিয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও হতাহতরা রয়েছে... চারদিকে ভয় ও আতঙ্ক। জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভালো।"

আলামমারিনের কথা ' জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভালো'- এই কথার প্রতিধ্বনি যেনো বিশ্ব মানবতার দরবারে ঠকঠক করে আঘাত করছে, মানবতার দ্বার কি উন্মোচিত হবে?

কেন বেশী করে রেমিটেনস পাঠানো এখন জরুরী

জিয়াউদ্দিন আহমেদ

২০২৫ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় রেমিট্যান্স ফেয়ার বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ বাঁচিয়েছিল, আজকের এই আর্থিক সংকটকালেও তেমনি সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি।

গত চার বছর ধরে বাংলাদেশ ইউএস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিইউসিসিসিআই) ও গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্সের যৌথ উদ্যোগে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ম্যারিয়ট ও হিলটনে আয়োজিত ট্রেড ফেয়ারে কয়েক শত বাংলাদেশি ও আমেরিকান স্টল অংশ নিয়েছে। এতে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, বিজিএমই ও শীর্ষ ব্যবসায়ী-কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট: রেমিট্যান্স কেন অপরিহার্য:

ডলার সংকট: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিপজ্জনক স্তরে নেমে এসেছে। গার্মেন্টস শিল্পে আমদানিকৃত কাঁচামালের ঘাটতি, নতুন শুল্কনীতি ও বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে রপ্তানি আয় কমেছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা: অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দায়িত্ব পালন করছে।

মানবিক সংকট: নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাখাতে বাজেট কাটছাঁটে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত।

প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান:

সুযোগের সদ্ব্যবহার: উন্নত দেশগুলোর (আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া) প্রবাসীরা প্রতি বছর অন্তত ২০০ ডলার রেমিট্যান্স পাঠালে জরুরি তহবিল গঠন সম্ভব; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো উন্নয়নে সরাসরি সহায়তা করা যাবে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (স্কুল, মসজিদ, এতিমখানা) বা বিশ্বস্ত এনজিওর মাধ্যমে টাকা পাঠানো যেতে পারে।

হুন্ডি এড়িয়ে ব্যাংকিং চ্যানেল:

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় আমেরিকা থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। ব্যাংক ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানিট্রান্সফার কোম্পানির মাধ্যমে টাকা পাঠানোয় অতিরিক্ত ইনসেনটিভ (২.৫ শতাংশ নগদ পুরস্কার) ও নিরাপত্তা নিশ্চিত।

চ্যালেঞ্জ ও সমাধান:

বিরক্তিকর বিধিনিষেধ: এনজিও ব্যুরো, এনএসআই এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জটিল নিয়ম প্রবাসীদের উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করছে।

দাবি: রেমিট্যান্স প্রক্রিয়া সরলীকরণ, চ্যারিটি সংস্থাগুলোর রেজিস্ট্রেশন দ্রুত নিষ্পত্তি ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা নিশ্চিত: অনুদানের টাকা যেন সরাসরি প্রকল্পে পৌঁছায়, সে জন্য তৃতীয় পক্ষের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

সরকারের প্রতি অনুরোধ:

প্রবাসীবান্ধব নীতি: রেমিট্যান্স পাঠানোর সব প্রকার অতিরিক্ত ট্যাক্স ও বিরক্তিকর জিজ্ঞাসাবাদ বাতিল করতে হবে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম: মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসীরা যেন সরাসরি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল বা কৃষি প্রকল্পে ফান্ড পাঠাতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা।

লেখক: কনভেনর, রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫
সভাপতি, বাংলাদেশ ইউএস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

রাসায়নিক ব্যবহারে চুলের ক্ষতি

আফতাব চৌধুরী

আজকাল অনেক পুরুষই চুল পড়ার সমস্যায় ভুগে থাকেন। নারীদের তুলনায় পুরুষদের চুল পড়ার প্রবণতা অনেক বেশি। প্রতিদিন ১০০টি বা এর কম চুল পড়া স্বাভাবিক। তবে চুল পড়ার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে তা চিন্তার বিষয়। সাধারণত বয়স বেড়ে গেলে চুল পড় তেবে এখন কমবয়সিদেরও চুল পড়ছে এবং এই প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। রাসায়নিক দ্রব্যের অতিরিক্ত ব্যবহার মানসিক চাপ এবং দূষণই এর জন্য দায়ী। এ ছাড়া, চুল পড়ার আরও কিছু কারণ রয়েছে যেমন পুষ্টিকর খাবার না-খাওয়া, হরমোনজনিত সমস্যা, মাথার ত্বকে সংক্রমণ ইত্যাদি। ঘরোয়া কিছু উপায়ে পুরুষের চুল পড়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। এসব উপাদান ব্যবহার নতুন চুলও গজাবে।

ভিটামিন বি ৭: ভিটামিন বি ৭ যা বায়োটিন নামে পরিচিত, চুল পড়া প্রতিরোধ করে। এই ভিটামিন আপনার চুলের গোড়া শক্ত রাখে। ডিম, বাদাম, দই, কলিজা ইত্যাদি খাবারে এই ভিটামিন রয়েছে।

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার: চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং চুল পড়া প্রতিরোধ করতে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার বেশি খেতে হবে। সিম, ডাল, মুরগির মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি খাবারে প্রোটিন রয়েছে।

চুলে তেল দেওয়া: চুলে নিয়মিত তেল দিতে হবে। চুল পড়া প্রতিরোধ এবং নতুন চুল গজাতে তিলের তেল খুবই কার্যকরী। তেল মাথার ত্বকে ঘষে ঘষে দিতে হবে। এতে মাথায় রক্ত সঞ্চালন বাড়ে।

ডিমের প্যাক: আধ কাপ দইয়ের সঙ্গে একটি ডিম মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে চুলের গোড়ায় লাগাতে পারেন। এটা শুধু চুল পড়া কমাবে না, খুশকিও দূর করবে যা চুল পড়ার অন্যতম কারণ।

পেঁয়াজের রস: পেঁয়াজের রস নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে এবং চুলকে মজবুত করে। তিনটি পেঁয়াজ অল্প পানিতে এক ঘন্টা সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হয়ে গেলে উনুন থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। এরপর পেঁয়াজ সেদ্ধ পানি দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। চুল পড়া প্রতিরোধে ঘরোয়া পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে কার্যকরী।

রসুনের পেস্ট: কয়েকটা রসুন বেটে পেস্ট তৈরি করে নিন। চুলের গোড়ায় ভালোভাবে লাগান। এটা চুল পড়া বন্ধের পাশাপাশি নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

সবুজ চা: চুল পড়া বন্ধে সবুজ চা দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলতে পারেন। ২০ মিনিট পর হালকা কোনো শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

এ ছাড়া, চুল পড়া বন্ধে ধূমপান পরিহার করতে হবে। ধূমপান মাথায় রক্ত সঞ্চালন কমিয়ে দেয় যার ফলে চুল পড়ে। সপ্তাহে দুই দিন চুল পরিস্কার করতে হবে। বেশি বেশি চুল ধোয়ার ফলে চুলে প্রাকৃতিকভাবে যে তেল থাকে তা শুকিয়ে যায়। পুরুষদের শ্যাম্পুতে রাসায়নিক দ্রব্য বেশি থাকে যা চুলের জন্য ক্ষতিকর। আজকাল ছেলেরা প্রায়ই জেল ব্যবহার করে থাকেন যা চুলকে শক্ত করে ফেলে, এতে চুল ভেঙে যায়। এ ছাড়া, এতে থাকে প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, যারা চুল সুস্থ রাখতে জেল ব্যবহার করে থাকেন যা চুলকে শক্ত করে ফেলে, এত চুল ভেঙে যায়। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, চুল সুস্থ রাখতে জেল ব্যবহার না করাই ভালো।

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট।

গাজা : ক্রমবর্ধমান মানবিক ও রাজনৈতিক সংকট

গাজী তারেক আজিজ

গাজা উপত্যকা ফিলিস্তিনের একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, যা দীর্ঘ দিন ধরে ইসরায়েলি দখলদারত্ব, অবরোধ এবং সংঘাতের শিকার। ইসরায়েল ও মিশরের অবরোধের ফলে গাজার অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত এক দশকে গাজা উপত্যকা হয়ে উঠেছে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম আলোচনার কেন্দ্রে। যা ইসরায়েলী বর্বরোচিত হামলার শিকার হয়ে মানবিক বিপর্যয়ের দারপ্রান্তে রয়েছে। ইসরায়েল-হামাস সংঘাত নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং শক্তির রাজনীতিকে। গাজার বর্তমান অবস্থা কেবল একটি ভূখণ্ডের সংকট নয়, বরং এটি আজকের বিশ্বের রাজনৈতিক মূল্যবোধের একটি প্রতিচ্ছবি।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, নাকি নতুন অধ্যায়?

গাজার সংকট নতুন নয়। ২০০৭ সালে হামাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর থেকে এই ভূখণ্ড কার্যত এক বৃহৎ খোলা কারাগারে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েল ও মিশরের অবরোধ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ও দারিদ্র্যের মধ্যে বন্দি প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যা বিশ্ববিবেককে স্তম্ভিত করে দেয়। বলা বা ব্যাখ্যা করার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে যায় সুস্থ স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষের।

তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সহিংসতা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভয়াবহ। হামাসের হামলায় ইসরায়েলের বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার পর ইসরায়েল পাল্টা আক্রমণ শুরু করে গাজায়। কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ নিহত, লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত এবং অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে এমন জনমানবহীন ধ্বংসযজ্ঞ কল্পনাও করা কঠিন। যা চলছে বিরামহীন!

সাম্প্রতিক সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয়:

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার পর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। এই সংঘাতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে মর্মে জানা যায়। যার মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। এছাড়া, ১০৬,৯৬২ জন আহত হয়েছে, এবং হাজার হাজার মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা যায়, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ১৫ জন প্যালেস্টিনীয় স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজন হামলার ভিডিও ধারণ করেছিলেন। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। যদিও ইসরায়েল এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও দ্বৈত মানদণ্ড

গাজার বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় যে দ্বৈত মানদণ্ড রয়েছে, তা আজ আর অজানা নয়। পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ শুরুতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে দাঁড়ালেও, গাজার বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার তীব্রতা বাড়ে। জাতিসংঘ একাধিকবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তা কার্যকর হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যদের ভূমিকায় দেখা গেছে কৌশলগত দ্বিধা-একদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা, অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরোধিতা। যা কেবলই মোড়লী রাষ্ট্রের অবিমৃষ্যকারী বৈ আর কিছু কি? এই দ্বৈত মানদণ্ড বিশ্ব দক্ষিণের দেশগুলো, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে- ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের বিরোধিতায় যেভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ, গাজার ক্ষেত্রে সেই নৈতিক জোর কোথায় হারিয়ে যায়? কেনই বা বিশ্ব বিবেক এতটা নীরব থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছে? তা-ও কি ভাববার বিষয় নয়? নাকি এভাবেই ধ্বংস করে দেয়া হবে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও নাগরিকদের? তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় আরব বিশ্বও কেন মৌনব্রত পালন করছে?

আরব বিশ্বের মৌনতা ও বাস্তবতা

আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়াও প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও জনমনে প্রবল ক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখা গেছে, অনেক সরকার কৌশলগতভাবে নীরব থেকেছে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে হাঁটছিল এবং গাজার যুদ্ধ সেই প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুললেও পুরোপুরি থামায়নি। আদতে থামানোর কোন উদ্যোগও লক্ষণীয় ছিল বলেও মনে হচ্ছে না! উপরন্তু, তারা যেন 'মামা শ্বশুরের সামনে ভাগিনা বউয়ের ভূমিকায়' থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরে জানাবে ধরণের আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে!

মিশরের ভূমিকাও সমালোচিত। রাফা সীমান্ত অল্প সময়ের জন্য খুললেও অধিকাংশ সময়ই তা বন্ধ ছিল। মানবিক সাহায্য প্রবেশে বাধা, আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থান না দেওয়া- সবই প্রমাণ করে, গাজা শুধু ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট নয়, এটি আরব বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতাকেও নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। এতে বোঝা যায় মানবিক সংকটের ঊর্ধ্বে এককে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থই যারযার কাছে বড়। যা তাদের আচরণে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হামাস: প্রতিরোধ না সন্ত্রাস?

হামাসের ভূমিকাও এ বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিজেদের 'প্রতিরোধ আন্দোলন' হিসেবে উপস্থাপন করে, কিন্তু বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর ফলে আন্তর্জাতিক মহলে তাদের সন্ত্রাসী তকমা অটুট রয়েছে। এর ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নটিও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। হামাসের অস্তিত্ব ইসরায়েলকে একটি 'নিরাপত্তা হুমকি' উপস্থাপন করতে সহায়তা করে, যার ওপর ভিত্তি করে ইসরায়েল তার আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে আমেরিকা ও মিত্র শক্তির।

তবে হামাসের উত্থানের মূল কারণগুলো ইসরায়েলি দখলদারত্ব, রাজনৈতিক দমন এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া- সেগুলো বিশ্লেষণে না এনে শুধু প্রতিক্রিয়াকে দোষারোপ করাই কি যথাযথ? কার্যত যা-ই হোক একেবারে সেসবও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। তারপরও ভুক্তভোগী গাজা তথা ফিলিস্তিনের বেসামরিক জনগণ।

মিডিয়া ও তথ্য যুদ্ধ:

গাজার যুদ্ধ আরেকটি বড় মাত্রা পেয়েছে তথ্য মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। পশ্চিমা মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে অনেক সময়ই পক্ষপাতদুষ্টতা চোখে পড়ে, যেখানে ইসরায়েলের প্রাণহানিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর গাজার গণহত্যা তুলনামূলকভাবে গৌণ করে উপস্থাপন করা হয়। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনের জোয়ার দেখা গেছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। যে কোন ঘটনা-ই মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। এতে করে মেইন স্ট্রীম মিডিয়া যেভাবেই প্রচার করুক না কেন, সুরের যেমন ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে না, তেমনই কান্নার বা চোখের জলেরও আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। যা দেখেই মানুষ বুঝে নিতে পারে। কোন অনুবাদের প্রয়োজন হয় না।

এটি প্রমাণ করে- তথ্য এখন আর একমুখী নয়। মানুষ নিজেরাই ছবি, ভিডিও এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরছে। যদিও ইসরায়েল বারবার গাজায় ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তথ্যপ্রবাহ থামানোর চেষ্টা করেছে, তা পুরোপুরি সফল হয়নি। যা ইসরায়েলের বর্বরোচিত ও পৈশাচিক উন্মত্ততা প্রকাশে বিঘ্ন না ঘটিয়ে আরও সহায়ক হয়। এতে বিশ্ববাসীর নজর এড়িয়ে যায়নি।

সামনে কী?

গাজার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে বিশ্ব। যদি যুদ্ধ থেমেও যায়, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন এবং রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া এটি কেবল অস্থায়ী বিরতি হবে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান- যা এক সময় আন্তর্জাতিক সমর্থন পেত- আজ তা প্রায় অবাস্তব মনে হচ্ছে। পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ, জেরুজালেমের অবস্থান এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এই পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। বলেও মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ।

অবকাঠামোর ধ্বংস ও বাস্তুচ্যুতি:

ইসরায়েলের অবিরাম বোমা হামলায় গাজার অবকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং বাসস্থান ধ্বংসের ফলে প্রায় ৯০ শতাংশ জনগণ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা অস্থায়ী শিবিরে অমানবিক পরিস্থিতিতে বসবাস করছে, যেখানে মৌলিক সেবা ও নিরাপত্তার অভাব প্রকট।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও জাতিসংঘের ভূমিকা

গাজার মানবিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। জাতিসংঘ একাধিকবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তা কার্যকর হয়নি। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা অনেকের মতে একপেশে মনোভাবের প্রতিফলন। অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ গাজায় স্বাস্থ্যকর্মীদের হত্যার ঘটনায় স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।

পরিশেষে, একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান তখনই সম্ভব, যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বৈত নীতি পরিহার করে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতি দেবে এবং ইসরায়েলকেও আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করবে। তার আগে, গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে শুধু মানুষই নয়, সমাহিত হয়ে যাচ্ছে মানবতা, ন্যায়বিচার এবং বিশ্ববিবেক! উত্তরণের উপায় খুঁজতে দেরি হলে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে সহিংসতা। এতে করে মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

লেখক: অ্যাডভোকেট, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।
gazitarekaziz.24@gmail.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

থাকবে না পড়ে কিছু দাগ

কাজী জহিরুল ইসলাম

ধরো যদি আমার মৃত্যুর একশ বছর পরে
ফিরে আসি
তখন কি খুঁজে পাবো কিছু দাগ, আঁকিবুঁকি,
নাকি সব মুছে দেবে নিবিড় প্রতিহিংসার জলে?
তোমার নতুন শিল্পের মহলে
দাগচিত্র, শব্দের ভাস্কর্য, উপমাহীন কার্পেট, ঝকঝকে;
কোথাও কি পরে থাকবে না ছিটেফোঁটা পুরনো রঙের?

জানি তুমি নতুন রঙের স্ট্রোক ছড়াও প্রত্যহ
আমার অস্তিত্ব মুছে দিতে;
উপমাকে ঘোষণা করেছ মেহিকান রমনীর ফর্শা
তলপেটে জমে থাকা অবাঞ্ছিত মেদ,
ছন্দকে অচল মুদ্রা,
চিত্রকল্প, যা আমি নির্মাণ করেছি পরম যত্নে পৃথিবীর
কত কত অন্ধকার গিরিখাত থেকে তুলে এনে দুর্লভ উপকরণ,
বাস্তব আগুনে তা পুড়িয়ে তুমি শুদ্ধ করো রোজ শিল্পের পৃথিবী।

তবু কি থাকবে না পড়ে দুয়েক ফোঁটা রঙ, হয়তোবা ফিকে,
মরে যেতে যেতেও যায়নি মরে,
অথবা তোমার স্ট্রোকের অতলে খুব নীরবে হাসছে দুয়েকটি টান,
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোনো উৎসাহী ক্রিটিক
ঠিক ঠিক সেগুলো আনছে তুলে উজ্জ্বল আলোর নিচে?

দেখবো না বুঝি এমন ঘটনা কিছু?

জিরো ফিগার কবিতা

শেখর ভট্টাচার্য

একটি নির্মেদ, কাব্যকলাময় কবিতা লিখতে গিয়ে,
কবিতাটি জিরো ফিগার তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।
মধ্যারাত শেষে, অতীন্দ্রিয় জগতে
কবিতার মূর্তরূপ উন্মন, উচ্ছল করে তোলে,
যেমন মাতাল জোনাকী অন্ধকার রাতে গোবৎসের মতো
বিরান মাঠে উড়ে বেড়ায়।

রাতারগুলের জলমগ্ন অরণ্যে, কবিতার সাথে আমার
লুকোচুরি খেলা,
গাছের শাখায়, সূর্যকে মুকুট করে সে করে প্রেমাতুর আহ্বান,
কবিতাকে ছুঁতে না পারার ব্যথায় আমি ককিয়ে উঠি,
জিরো ফিগার কখনো কখনো অদৃশ্য নো ফিগার
হয়ে চোখ ও মনের সীমানা অতিক্রম করে,
দেহাতীত ভালবাসার আনন্দে বিভোর হয়ে পড়ি,
ভালোবাসা জমিয়ে রাখি অবচেতনের গভীর কুঠোরে।

হিংস্র পৃথিবী যখন খরাক্রান্ত হয়ে হামাগুড়ি দেবে চৌচির মাঠে
সঞ্চিত ভালোবাসা আশালতার কিশলয় হবে
নন্দন কাননে স্বর্গচ্যুতির পূর্বে যেমন ভালোবাসা ছিলো,
নিষ্পাপ নগ্নতা ছিলো, তেমন ভালোবাসার প্লাবনে
অঙ্কুরোদগম হবে নতুন পৃথিবীর।

বিশ্বস্ত অরণ্যের কাছে

সুমিন শাওন

বিশ্বস্ত অরণ্যের কাছে সর্বস্ব বন্ধক রেখে
আমরা যারা পকেট-ভর্তি জোনাক নিয়ে হেঁটে বেড়াই
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতে সর্বদা খেলা করে
পাঁচ পাঁচটি প্রতিশ্রুতি-
আমরা কি কিছু ফেলে এসেছি!

পথের তাড়া আছে আমাদের, আছে অরুণ-অন্ধকারের
প্রতীতি-পুরাণ-সতত সমর্পনের এক সুতীব্র বয়ান।

হাঁটা পথে দেখা হলে আমাদের থামিয়ে দিও না
বলো না, কি ব্যাপার আপনাকে দেখা যায় না?
অনাদী অরণ্যের এ বিশ্বস্ত ছায়ায়
আমাদের হাঁটা পথ পথ ভুলে ভুল হেঁটে যায়।

এ বৃক্ষসভায় অরণ্যের সবপথ নিজস্ব হয় না
কারো কারো পথই থাকে না, কারো পথের কোনো শেষ।
তবু পথের ক্লান্তি ভুলে বিশ্বস্ত অরণ্য পথ হাঁটে পথ
যে পথে হাঁটেনি পথিক কিংবা তাঁর বিশ্বস্ত ছায়া।

আজ, প্রত্যাবর্তনের কি দারুন মিনতি !
বিশ্বস্ত অরণ্যের চোখে ঠোঁটে-
আর মুষ্টিবদ্ধ হাতে তার পাঁচ পাঁচটি প্রতিশ্রুতি।

মায়াজালের নদী

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

তার চোখে দীর্ঘ মায়াজাল।
যাদুর কাঠি ছুঁয়ে দিলে বশ মেনে যায়, যে কেউ
মগ্ন থাকে সন্ন্যাসী ধ্যানে।
চোখের পাতায় ফুটায় ফুল, ঘ্রাণের ভেতর
তৃষ্ণা লুকায় নদী;
জলের সৌন্দর্য মাখিয়ে গায়
শাদা কাশবন আড়াল করে না দখিনা হাওয়া।
পলক যতদূর যায় ততদূর সে,
মায়া নিয়ে হেঁটে যায় কেউ!

তুঘলক

মিশকাত উজ্জ্বল

মনে করি, শিকার একটি পাখির নাম
জাল মানে নদীতটে মাছের অভয়াশ্রম
নদী তবে আকাশের পাটাতনে মেঘের তালুক;
আনন্দ হতে পারে—ক্রুশবিদ্ধ যীশুর অনুভূতি।

কী শোভন পুলিশের সেবাধর্মী হাতকড়া!
রাষ্ট্র অর্থ সরকারদলীয় নর্তনকুর্দকদের রক্ষাকবচ।
গুম, খুন সকাল-সন্ধ্যা নাস্তার টেবিলে
সহজপাচ্য খাবারের মেন্যু।

ঘুষের মন্ত্রে দীক্ষিত কী বিচিত্র স্বদেশ!
'উন্নয়নশীল'তার তকমা সুচতুর এক প্রোপাগান্ডা;
যার কুশীলবগণ প্রায়ান্ধ, হাভাতে সুশীল।

অভিশপ্ত কারাগারে

ফারজানা ইয়াসমিন

শৈশব বন্দী সমাজের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে,
ইতিহাসের অভিশপ্ত কাহিনীর প্রেতাত্মা-
কচি দু'পায়ে দলছুটের সাথে দৌড়ে গেছে সমতলে;
পৃথিবীর মরুপ্রান্তে পবিত্র সদ্য প্রস্ফুটিত কমল হয়ে।

আজও সেই কলঙ্ক কমল হয়ে রয়েছে কুসুম-কাননে,
একাকী, গভীর জঙ্গলে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে থাকে।
প্রতীক্ষিত সময়-সমাজপতি আসবে বদলাতে অসঙ্গতি,
দিন গুনে যায় আদালতে দাঁড়িয়ে থাকা আহত স্মৃতি।
অথচ, ঘাতকের নির্মমতায় কিশোরী আজ জীবন্ত মমি;
অসমাপ্ত বিচারে অভিশপ্ত কারাগারে সমাহিত বন্দিনী।

নির্মাতা-তারুণ্যের খোঁজে

সাজু কবীর

লাল টিপ ও সবুজ শাড়ি পরা নদীটির নীলাকাশ জুড়ে
সমুদ্র সমুদ্র শুভ্র সম্ভাবনা। হৃদয়বৃত্তির ছন্দময় চাষ ছাড়া
গুপ্তধন হাতছাড়া। শীতের গোটানো লেপের ওপর নৃত্যরত
কোকিলের সুর তোলা উষ্ণতায় বসন্তপাড়ায় জাগ্রত সহস্র
রঙ, ডানামেলা শত গন্ধ নির্মাণ করে প্রফুল্ল মনোজগত।
রাতের কৈলাশ পর্বত হতে বাতাসে ভাসা আর্তনাদে কেন
থমকে দাঁড়ায় অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ? অথচ এ
কৈলাশের ভালোবাসার পললে দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ সবুজভূমি।
মানস সরোবরের স্বচ্ছ জলধারার আন্দোলন আর তাতে
ফোটা পদ্মফুলের প্রতিটি পাপড়িতে লেখা "বুননের গান'
উপন্যাসটি পড়ো, নিজের সম্ভাবনাকে মোড়কমুক্ত করো-

লাল টিপ ও সবুজ শাড়ি পরা নদীটি আলোকের মশাল
উঁচিয়ে জানালা খুলে বিকশিত নির্মাতা-তারুণ্য খোঁজে।

সব দাগ ক্ষত নয়, কিছু কিছু স্মৃতি

হৃদয় পান্ডে

সত্যেরও মুখোশ থাকে,
তবে সে স্বচ্ছ কাচের।

যে চোখ স্বপ্ন দেখে,
সে চোখই সবচেয়ে বেশি কাঁদে।

ভালোবাসা হারায় না,
মানুষই তাকে ফেলে আসে।

মানুষ প্রশ্ন করে,
কিন্তু উত্তর পেলেই সংশয় বাড়ে।

মানুষ শুধু জন্ম ও মৃত্যুর মাঝের সময়টুকুর মালিক।

আলো পথ দেখায়,
কিন্তু ছায়া কখনো পথ হারায় না।

বাংলা নববর্ষ জাতীয় চেতনার উৎস

শেখ একেএম জাকারিয়া

বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস। এ মাসের প্রথম দিনটিই বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। তাই দিনটিকে গভীর আনন্দে বরণ করে নেয় বাংলাদেশের মানুষ। শত শত বছরের জনশ্রুতি বা লোক প্রসিদ্ধিকে যে সব উৎসব ধারণ করে আছে, সেগুলোর মধ্যে পহেলা বৈশাখ অন্যতম। বহু বছর ধরে বাঙালিরা বৈশাখের প্রথম দিনকে নববর্ষ হিসেবে পালন করে আসছে। বৈশাখের প্রথম দিন বাঙালির একটি সর্বজনীন ও জাতীয় লোক উৎসব। এ উৎসব অনেক বছরের অতীতকথা, কিংবদন্তি, চালচলন ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক। এ দিনে বাঙালিরা পুরোনো বছরের বিফলতা-হতাশা, কলুষতা-অবসাদ ভুলে গিয়ে নতুন বছরকে গভীর আনন্দে বরণ করে নেয় ঐশ্বর্য ও আরামপ্রদ জীবন পাওয়ার আশায়।

নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ নিয়ে কবি-লেখকদের মাঝে উদ্দীপনার কমতি নেই। এ নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া ও গান। বাংলাদেশে প্রতিবছর আনন্দমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়। শিশু-কিশোর, জোয়ান-বুড়ো সব বয়সের মানুষ এ দিনটি মহা খুশিতে উদযাপন করে থাকে। এ দিনে প্রধান আকর্ষণ বৈশাখী মেলা। এছাড়া আমানি, হালখাতা, গাজনের গান ইত্যাদি গ্রামীণ অনুষ্ঠান এখনো চলমান আছে। তবে আগের দিনে এসব অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে মাস জুড়ে চলত।

পহেলা বৈশাখে পালিত এ উৎসব অসাম্প্রদায়িক চেতনার শিক্ষা দেয়। যে কারণে বাঙালিরা এ উৎসব জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একসঙ্গে পালন করে থাকে। এ দিনটিকে সামনে রেখে শিশু-কিশোরেরা জানতে পারে বাঙালি জীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস। নববর্ষ বাঙালিদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চারণ ঘটায়। সর্বোপরি, নববর্ষের উদ্দীপনায় বাংলার মানুষের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা মানবিক মূল্যবোধ নতুনভাবে জাগ্রত হয় এবং মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ। কিন্তু বর্তমানে বিদেশি সংস্কৃতির প্রবেশ বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নববর্ষ উৎসবকে কলুষিত করছে। দেশীয় নাচ-গান, খেলাধুলা ও মেলার স্থান দখল করে নিচ্ছে বিদেশি সংস্কৃতি। এতে নববর্ষ উদ্যাপনের আসল আনন্দ থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু বঞ্চিতই নয়, নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে পড়ছে।

প্রকৃতার্থে, অতীতের নববর্ষ এবং বর্তমানের নববর্ষের মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছু পরিবর্তন এসেছে, যা কিনা দেশীয় সংস্কৃতির ওপর হুমকি স্বরূপ। দেশের সংস্কৃতিকে বিজাতীয় সংস্কৃতির কবল থেকে বাঁচাতে হলে, সব সময় মনে রাখতে হবে, বাংলা নববর্ষ বাঙালি জীবনে কেবলই একটি উৎসব নয়, এটি বাঙালি জীবনে জাতীয় চেতনার প্রতিরূপক। মানুষে মানুষে সামাজিক ও বর্ণবৈষম্য ভুলিয়ে দিয়ে নববর্ষ জাগিয়ে তোলে মানবতাবাদ। এ দিনটি অভাবগ্রস্ত, নিগৃহীত, সহায়হীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দীপনা যোগায়। নতুন বছর একদিকে যেমন পরিচ্ছন্ন তৃপ্তির খোরাক, অপরদিকে তেমনি জাতীয় চেতনার ধারক। আর তাই, কোনো বিদেশি সংস্কৃতি যেন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে না পারে, সে জন্য সব বাঙালিকেই সচেতন হয়ে উঠতে হবে।

QSADCC
Queens Social Adult Day Care Center Inc.
Presents
আনন্দধ্বনি- TBN 24
বর্ষবরণ ১৪৩২
ও
বাংলার গানের আসর
১৩ এপ্রিল ২০২৫ । রবিবার । বিকাল ৫ টা
The Mary Louis Academy
176-21 Wexford Terrace, Jamaica, NY 11432
আপনি আমন্ত্রিত । Free Entry
Media Partner:
বাঙালী
আনন্দধ্বনি
আনন্দধ্বনি
Aanondodhwoni Inc. New York
Live Telecast:
TBN 24
347 772 6385 | 917 443 0810 | 732 853 5585
929 365 1901 | 929 278 0554 | 857 770 8009

SK FLIMS
USA DISTRIBUTIONS
REAL ENERGY PRODUCTION & AZEEM HAROON PRESENTS
A RIDHI SIDHI ENTERTAINMENT PRODUCTION
PRODUCED BY SHAHREEN AKTER SUMI
REAL ENERGY
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
১৮ এপ্রিল, ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়
MEGASTAR SHAKIB KHAN
BORBAAD
DIRECTED BY: MEHEDI HASSAN HRIDOY
IN ASSOCIATED WITH:
Galaxy media
EVENT PARTNER:
GOLDEN AGE HOME CARE
MEDIA PARTNER:
আজকাল

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ •কর্মস্থলের ক্ষতিপূরন
•নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ-
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
10 April 2025, Thursday, Issue 421
বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল ২০২৫, ২৭ চৈত্র ১৪৩১, ১২ শাওয়াল ১৪৪৬

বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক এডামস প্রবাসী বেশ কয়েকজনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

বাংলাদেশী কমিউনিটির শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে জোর

অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামসের উদ্যোগে উদযাপিত হলো 'বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে'। বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে মেয়রের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন। মেয়রের সরকারি আবাসিক বাসভবন 'গ্রেসি ম্যানসন' এ ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। ভবনটি সাজানো হয়েছিল বাংলাদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদলে। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। কালা মিয়া, রানু নেওয়াজ ও অনিক রাজে সংগীত পরিবেশন করেন। মেয়র এরিক এডামস প্রবাসী বেশ কয়েকজনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাবেক এমপি ও সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক এম এম শাহীন ও কমিউনিটি একটিভিস্ট নুরুল আজিম। মেয়র এরিক এডামস সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশি আমেরিকানদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আরও বক্তব্য রাখেন মেয়র অফিসের চিফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বাংলাদেশি মীর বাশার।

অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটিকে তাদের অধ্যবসায়, সংহতি ও নেতৃত্বের বিকাশে অনুপ্রাণিত করতে এক জোরালো বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে মেয়র অ্যাডামস বাংলাদেশী অভিবাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশীরা শুধু ব্রুকলিনের ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউ, ব্রঙ্কস বা কুইন্সেই ব্যবসা গড়েনি, বরং তারা আইন মান্যতা, পুলিশ বিভাগের সহযোগিতা এবং যুবসমাজের নেতৃত্ব দিয়ে শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে।" তিনি তাদের নিউইয়র্কের বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে ধর্মীয় সম্প্রীতির উদাহরণ তুলে ধরেন।

মেয়র অ্যাডামস সম্প্রদায়কে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করল ভারত

ঢাকা ডেস্ক

তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে ভারত। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'রিসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ' বা পারস্পরিক শুল্ক ঘোষণার পর প্রতিবেশী দুই দেশের এই প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব আরও বেড়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক খাতসহ একাধিক রপ্তানিকারক সংগঠনের দাবির মুখে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের জন্য দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে ভারত।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

এটিএফ থেকে ক্যাশ প্যাটেলকে অব্যাহতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ক্যাশ প্যাটেল

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (এফবিআই) নতুন পরিচালক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ক্যাশ প্যাটেলকে দেশটির মাদক, তামাক, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যুরোর (এটিএফ) ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের পদ থেকে সরানো হয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন ট্রাম্প প্রশাসনের এমন কয়েকজন কর্মকর্তা গতকাল বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এটিএফের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক পদে ক্যাশ প্যাটেলের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অর্জন

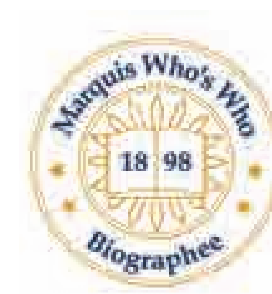

মারকুইস হুস হুতে অন্তর্ভুক্ত হলেন আনিসুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক

মানবিক কাজে তার বিশেষ অবদানের জন্য ডাক্তার আনিসুর রহমান সিদ্দিকী মার্কুইস হুস হুতে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। মার্কুইস হুস হুতে যাদের প্রোফাইল থাকে, তাদের নির্বাচন করা হয় তাদের পদ, অর্জন, জনপ্রিয়তা ও নিজস্ব ক্ষেত্রে অবদানের গুরুত্ব অনুযায়ী।

আনিসুর রহমান সিদ্দিকী বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য খাতে প্রায় দুই দশক কাটিয়েছেন, সবচেয়ে বিপদাপন্ন-বিশেষত শিশুদের ভ্যাকসিনের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে রক্ষা করতে কাজ করে যাচ্ছেন। তার যাত্রা দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং এর বাইরেও বিস্তৃত, যেখানে তিনি টিকার কৌশল তৈরি করেছেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছেন এবং কোটি কোটি জীবন রক্ষা করেছেন। ডাক্তার আনিসের জন্য এটি শুধুমাত্র একটি পেশা নয়- এটি একটি আহ্বান।

বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কে ইউনিসেফের সদর দপ্তরে টিকা সংগ্রহ এবং সমতা বিষয়ক সিনিয়র পরামর্শদাতা এবং দলনেতা হিসেবে কাজ করছেন। ডাক্তার আনিস অভিজ্ঞতার এক বিশাল পরিসর এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য খাতে সমতার প্রতি এক অবিচলিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ভারতীয় শহরের ব্যস্ত রাস্তায় থেকে আফ্রিকার সবচেয়ে দূর্গম গ্রামে, তাঁর নেতৃত্ব নিশ্চিত করেছে দ্রুত এবং আরও সমতাভিত্তিক শিশুদের টিকা বিতরণ।

সম্প্রতি কোভিড-১৯ টিকাদান প্রচেষ্টায় তার অবদান রয়েছে। সংক্রামক রোগ পোলিও, নবজাতক টিটেনাস, লাসা জ্বর, হলুদ জ্বর, সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিনজাইটিস এবং মাঙ্কি পক্স প্রতিরোধে তিনি ভূমিকা রেখেছেন, যা সময় মতো হস্তক্ষেপ করা না হলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংকটে পরিণত হতে পারত।

তবে বাংলাদেশের সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি এক সময় সার্জন হওয়ার চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য অন্য পরিকল্পনা করে রেখেছিল। পরবর্তী তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (হু) যোগ দেন, যেখানে তিনি বাংলাদেশ এবং ভারতের পোলিও নির্মূল প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জটিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেভিগেট করার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

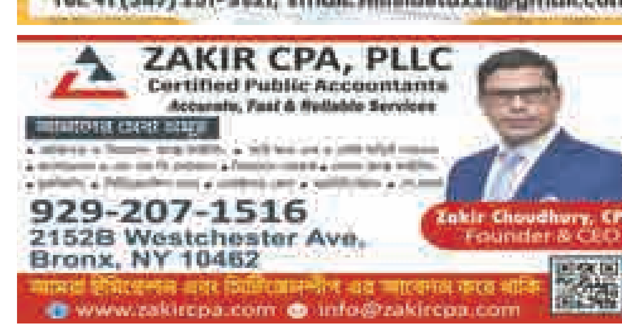

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com